হেজাজের সওগাত

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল

গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত

ارمغان حجاز
اقبال
مترجم: غلام محمد ناقریش

হেজাজের সওগাত

আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল
গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি
চেয়ারম্যান
এডভোকেট মুজীবুর রহমান
সদস্য
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মীর কাসেম আলী
সৈয়দ তোসারফ আলী
সম্পাদক
ড. আবদুল ওয়াহিদ

আল্লামা ইকবাল সংসদ

হেজাজের সওগাত
গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত

প্রকাশক
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি মিরপুর রোড (৩য় তলা)
ধানমণ্ডি, ঢাকা। ফোন ঃ ৮১২৫১৮৮

প্রচ্ছদ
আশরাফ-উল-আলম সবুজ

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০০৩
আল্লামা ইকবাল সংসদ প্রকাশনা নং ৭১

লিপিসজ্জা
মোঃ শওকত আলী
মগবাজার, ঢাকা

মূল্য : ১০০ টাকা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
30618
LAHORE

ISBN 984-8488-09-x

Hejajer Saogat Bengali translation of Allama Iqbal's Armaghani Hajaz, translated by Ghulam Samdani Quraishy and publishd by the Allahma Iqbal Songshad, Dhaka. Bangladesh.

Price : Tk. 100
U S : $ 5

আশীর্বাণী

আল্লামা ইকবাল পাক-ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি। তাঁকেই আমি মুসলিম কবি বলি, যাঁর ভাবের উৎস ইসলাম। ইকবালের সমুদয় গ্রন্থের পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ বাঞ্ছনীয়, বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ ইকবালের মতবাদ প্রচারের জন্য করাচীতে সরকারী তত্ত্বাবধানে ইকবাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার চেয়ে বেশী আবশ্যক ছিল পূর্ব পাকিস্তানে এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা। আমার প্রীতিভাজন সহকারী মৌলানা গোলাম সামদানী কোরায়শী (যিনি আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ) আরমগানে হিজাযের এই তর্জমায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রুবাই'আতের অনুবাদে মূলের আকৃতি ও ভাবের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি এই অনুবাদ দ্বারা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের তথা পাকিস্তানের এক প্রশংসনীয় খিদমত করেছেন। তাঁর উদ্যম সর্বপ্রকারে উৎসাহের যোগ্য। আমি অনুবাদকের সফল দীর্ঘজীবন কামনা এবং অনুবাদের বহুল প্রচার কামনা করি।

২-৬-৬২ ইং
বাংলা একাডেমী

ইতি
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
সম্পাদনাধ্যক্ষ

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের নিকট মহাকবি ইকবাল সুপরিচিত। তাঁর বহু কাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর 'শিকোয়া ও জওয়াবে শিকোয়া' খুবই জনপ্রিয়।

তিনি ফার্সী, উর্দু উভয় ভাষাতেই কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কালজয়ী কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলিই ফারসী ভাষায় রচিত। এ দেশে ফারসী ভাষার চর্চা নেই বললেই চলে; সে জন্যই মূল গ্রন্থাদির পাঠক বিরল।

'আরমগানে হিজায' কাব্যটির ভাষাও ফার্সী। বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটি 'শিকোয়া ও জওয়াবে শিকোয়া'র সমপর্যায়ভুক্ত। এখানেও কবি মুসলিম জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শাণিত।

মহাকবি ইকবালের উর্দু ও ফারসী ভাষায় রচিত বিভিন্ন কাব্য বাংলা ভাষায় অনূদিত হলেও এ কাব্যটির কোন অনুবাদ এ পর্যন্ত হয়নি। হয় তো 'শিকোয়া'র অনুবাদ এর প্রয়োজন কিছুটা মিটিয়েছে বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু আসলে 'শিকোয়া' দ্বারা এর স্থান পূর্ণ হতে পারে না।

উক্ত কারণেই শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব এ কাব্যটি অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। আমি তাঁর পুণ্য নির্দেশ পালনের চেষ্টা করেছি মাত্র।

মূল কাব্যটি 'রুবাঈ' ছন্দে লিখিত। অনুবাদে আমিও মূল ছন্দ অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টা করেছি। অনুবাদেও ভাষা যতদূর সম্ভব সহজ ও মূলের অনুসারী হয়েছে। যাতে করে সকল শ্রেণীর পাঠক এর মর্মোদ্ধার করতে পারেন।

মূল কাব্যটির শেষের দিকে কতকগুলি উর্দু কবিতার সংযোজন রয়েছে। এর অধিকাংশের অনুবাদ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি এগুলির পুনরানুবাদ প্রয়োজন মনে করি নি।

মূল কাব্যটি যে পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল, আমাদের জাতীয় জীবনে তা এখনও বর্তমান। এদিক থেকে অনুবাদটি কিছুমাত্র উপকারে আসলেও নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, করাচীস্থ ইকবাল একাডেমী কর্তৃপক্ষ অনুবাদটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এ ব্যাপারে আরো যাঁদের নিকট সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করছি।

ঢাকা,
১লা জুন, ১৯৬২

বিনীত
গোলাম সামদানী কোরায়শী

বিষয়সূচী

আল্লাহর খেদমতে ৭
রসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে ১৯
জাতির খেদমতে ৫১
মানুষের খেদমতে ৮৪
সহগামীদের খেদমতে ১০০

আমাদের কথা

মহাকবি ইকবাল রচিত *আরমুগানে হেজাজ* গ্রন্থটি মাওলানা গোলাম সামদানী কোরায়শী বাংলায় রূপান্তর করে নামকরণ করেন *হেজাজের সওগাত*। ইকবাল একাডেমী করাচী ১৯৬২ সালের জুন মাসে গ্রন্থটি প্রকাশ করে। ইকবালের এ কাব্যগ্রন্থ বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে ব্যাপক সমাদৃত হয়। সওগাত প্রেস থেকে মুদ্রিত গ্রন্থটির মূল্য রাখা হয়েছিল ৩.৭৫ পয়সা। এর পর অনেক বছর অতিক্রান্ত হলেও বাংলায় ইকবাল চর্চায় দরজায় শক্ত প্যারেক সেঁটে দেয়া হয়। চার দশক পর আমরা গ্রন্থখানা ইকবাল প্রেমিকদের হাতে দিতে সক্ষম হচ্ছি।

বিশ্বব্যাপী ইকবাল চর্চা চলছে অবিরামভাবে। ইসলামের সময়োপযোগী যে ব্যাখ্যা মহাকবি ইকবাল দিয়েছেন, তার জুড়ি নেই। মুসলমানরা ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে পেয়েছে মহাকবি ইকবালকে। ইকবাল কাব্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং বক্তৃতা-বিবৃতি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে আসছে। বাংলা ভাষাভাষীরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। ১৯২৮ সালে *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া* অনুবাদের মাধ্যমে ইকবাল অনুবাদের যে সূচনা তা আজো থেমে নেই। ইকবাল রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য অংশ ইতোমধ্যেই বাংলায় অনূদিত হয়ে গেছে। ইকবালের জীবন এবং কর্মের ওপর এপার-ওপার বাংলা মিলিয়ে প্রায় ২৫ হাজার পৃষ্ঠা প্রকাশনা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধডজন এমফিল-পিএইচডির কাজ চলছে।

আল্লামা ইকবাল সংসদ ১৯৮৬ সালের মার্চে আত্মপ্রকাশ করে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়া মিলিয়ে ৭২টি প্রকাশনা জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে ৫২টি। ইকবাল মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে রয়েছে আড়াই হাজারের উপর গ্রন্থ। এছাড়া স্পেন ও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ইকবাল কংগ্রেস ও সেমিনারে আল্লামা ইকবাল সংসদ অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য বয়ে এনেছে আন্তর্জাতিক সম্মান। ইকবাল চর্চার অব্যাহত যে গতি তা থামবার নয়, স্তিমিত হবার নয়।

মাওলানা গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত *আরমুগানে হেজাজের* ফার্সী অংশের অনুবাদ এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষে পঞ্চম স্তবকের শেষ ক'টি চরণ এবং ষষ্ঠ স্তবক না পাওয়ায় গদ্যানুবাদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে আমাদেরকেই। *আরমুগানে হেজাজের* উর্দূ অংশেরও অনুবাদ হয়ে গেছে। কবি-সাহিত্যিক ও অনুবাদকবৃন্দ উর্দূ কবিতাগুলোর অনুবাদ করে পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং স্মরণিকা-সংকলনে প্রকাশ করেন। আল্লামা ইকবাল সংসদ প্রকাশিত *ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থেও *আরমুগানে হেজাজের* উর্দূ অংশের কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা এই গ্রন্থে শুধু ফার্সী অংশের কবিতাগুলোই সংযুক্ত করলাম।

শত প্রতিকূলতার সত্ত্বেও ইকবাল প্রেমিকদের হাতে আমরা *'হেজাজের সওগাত'* গ্রন্থটি উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। প্রায় অর্ধশত বছর পর প্রকাশিত এ গ্রন্থ ইকবাল প্রেমিক মাত্রেই সংগ্রহে অনুপ্রাণিত হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে এ গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সংযোজন।

আল্লাহর খেদমতে

সেই তো সুখী পথিক, যে জন
পথের সামান নেয়নি সাথে;
ইয়ার-বঁধুর অনেক কথাই
দাগ কাটেনি হৃদয় পাতে।
মহান তার সে তপ্ত 'আহা'
দেয় যে খুলে দিলের কপাট,
তার সে 'আহার' চেয়ে, ঘোচে
শও বছরের দুঃখ যাতে!

এক.
হায়রে গেলো বেদিল্ প্রিয়া
হৃদয় মোদের হরণ করে,
মাতাল বায়ু দেয় নিভিয়ে
মশাল শিখা যেমন করে।
এসো, খানিক যাক্না বসা
ইতর লোকের সঙ্গী হয়ে,
বিশেষ যারা সবাই গেছে
শরাব খানা লেহন করে।

অনেক কথাই শুন্ছি হেথায়
আমার থাকার আর না-থাকার,
লাজের ভয়ে মুখ খুলিনি
কইনি কথা একটিও বার।

জিন্দা লোকের সেজদা তুমি
চিনতে পারো, তাই তো বলি,
আমার কাজের পরখ্ নিও
যেমন দেখো সেজ্‌দা আমার।

হৃদয় আমার পাগল-পারা
'কতটুকু' আর 'কেমন' তরে;
দৃষ্টি যে তাঁর চাঁদ সুরুজে
যায় ছাড়িয়ে উঁচু স্তরে।
দোযখের ঐ বিরান ভিটেয়
থাকতে ওরে দাও, কেননা–
কাফের ও তো ভালোই বাসে
থাকতে পড়ে বিজন ঘরে।

আব্ ও খাকের এই পিয়ালায়
কিসের এ যে তুমুল তুফান;
এক দিলেতে দেয় বাড়িয়ে
প্রেমের বাঁধা শও পরিমাণ।
এক পলকও আরাম করা
হারাম সে যে আমার তরে,
রহম করো, আমার সাথী
হয়েছে মোর হৃদয় পাষাণ।

এই দুনিয়া আপন থেকে
করলো সৃজন, সে কোন্ জনা?
এই শোভা এর কার সে জ্যোতি
নিরাবরণ, সে কোন্ জনা?
আমায় বলে শয়তানের এই
কুচাল্ থেকে থাকতে দূরে,
বলতে পারো, শয়তানেরে
করছে পালন, সে কোন্ জনা?

দুই.
মুক্তি-পাগল হৃদয় আমার
বন্দী হলো অনেক জালে;

মিলবে ইনাম কিংবা সাজা,
জানিনে কী মোর কপালে!
এই জীবনে পারিনি তাই
শয়তানেরও দিল্ দুখাতে,
তাই তো আমার অনেক গুনা
পুণ্য হলো অনেক কালে।

'নিল্ সরিয়ে উম্মে-আমর
মোদের থেকে পান-পিয়ালা;
অথচ এই ডাইনে যারা
পয়লা হলো তাদের পালা!'*
এমনি যদি হয় গো সখি,
ভালোবাসার নিয়ম-নীতি,
ভাঁটিখানার দেয়াল পরে
দাও ফেকে এই মদের জালা।

আপনি থেকেই দিলের মাঝে
হাজার ফ্যাসাদ্ বাঁধছে বাসা,
সবটুকু এর ব্যথায় ভরা,
ভালো হবার নেই যে আশা!
মোদের কাছে সেজদা কী চাও,
কারণ দেশের বাদশা কখন,
চায় কি খেরাজ এমন গাঁয়েব,
যার মাঝে নেই একটি চাষা!

মরব ঘুরে পথিক যে, তার
কোথাও যাবার নাই ঠিকানা;
এমন বীজে বুনলে পরে
মিলবে না ফল একটি দানা।
হাজার দুখেও ভয় করিনে,
কিন্তু কখন এমন ব্যথা,
দিলের তরে নয় যা লায়েক,
আমায় দিতে করছি মানা!

*এ দু'টি ছত্র প্রাক্-ইসলামিক আরবী কবি আমর ইবনে কুলসুমের।

ঠুনকো যতো পান্-পিয়ালা
তায় ঢেলো না শরাব আমার;
পাক ধরেনি যার বয়সে,
কড়া এ মদ সইবে না তার।
অনেক দূরের বনের আগুন,
ফুলকি এ তার, দিয়ো গো তায়
বিশেষ যারা তাদের শুধু,
ইতর জনার নয় তা পাবার!

এই যে তোমার কান্নাকাটি
নয় তো কিছু পাওয়ার দরুন,
তোমার মাঝে নেই সে ব্যথা,
দুঃখ-জ্বালা, জোশের আগুন!
তাই তো এমন অঠাঁই থেকে
আমার দূরে রাখনু আমি,
কারণ হেথায় দুপুর রাতের
নেই সে মাতম, 'আহা' করুণ।

আমায় দিয়ে আবার তুমি
আবাদ করো এই ধরারে,
তৈরী করো আকাশ মাটি
আবার তুমি ভিন্ আকারে।
আমার মাটি দিয়েই আবার
পয়দা করো নতুন আদম,
কতল্ করো লাভ-অলাভের
কেনা গোলাম এই সবারে।

সুরুজ দিয়েও হয় না কো দূর
যেই দুনিয়ার ঘোর আঁধারি;
তার সে যতো সুকাজ সবি
আগা-গোড়াই ভুলের সারি!
জানিনে তাই কেমন করে
করবে আবাদ এই বিরানা,
কেমন করে রং জমাবে
আদম খুনে আবার তারি!

গোলাম আমি, তোমার খুশি
ছাড়া চাইনে, তা ঠিক্;
যেই পথেতে চলতে বলো
সে পথ ছাড়া যাইনে, তা ঠিক:
কিন্তু যদি এই বোকারে
এমন কথা বলতে বলো,
'গাধারে তুই বলবি তাজী'
বলতে তা যে পাইনে, তা ঠিক

তিন.
বুকের মাঝে দিল পুষেছি
বেজার হয়ে সদাই থাকে
নেই সে জ্বালা, নেই সে আলো,
আমার এ এক মুষ্টি খাকে।
আমার থেকে নাও সরিয়ে
বে-হুজুরীর এসব নামাজ,
সওয়াব্ এদের কাঁধের বোঝা,
ফেলছে আমায় ঘোর বিপাকে।

বলবো কী যে দীন-ধর্ম আর
জন্মভূমির কেচ্ছা তোমায়
আজব দেশের গোপন কথা
খুলে কিছুই বলা না যায়।
দিলের মাঝে দুখ নিও না,
কারণ তোমার মিস্ত্রী ছাড়াই.
তৈরী আমি নিলাম করে
অনেক দিনের এ বুত্খানায়।

মুসলমান, যে আটকে গেছে
ফিরিঙ্গিদের শিকার জালে।
ওদের নিকট থেকে হৃদয়
ফিরবে না তার সহজ তালে।
যে দাগ মোরা লাভ করেছি
পরের দোরে কপাল ঠুকে,
'সলমান' আর 'আবু যরের'

সেজ্‌দা সে নয় কোনও কালে।*

চাইনে তোমায় এই দুনিয়া
কিংবা তোমার ঐ দুনিয়ায়,
আমার লাগি এই তো বেশি
মেতেছি নিজ প্রাণের নেশায়!
দাওগো আমায় সেজদা এমন
যার জ্বালা আর যার খুশিতে
পাগল করে তুলতে পারি
আকাশ মাটি, ধরায় সবায়।
কী চাও তুমি এই ধরনের
ফুলবাবুদের নিকট থেকে,
হুজোগ-হাওয়ার একটু ঠেলায়
ওদের গতি যায় যে বেঁকে।
চিরকালের ভোরের আলো
দেখেছি এক সেজদাতে তা,
ওদের ভোর তো সদাই আসে
সাঁঝ আঁধারে মুখটি ঢেকে।

চার.
চাইছি এমন জাতের লাগি
তোমার কাছে দিলের প্রসার,
যাদের জ্ঞানীর মগজে নেই
জ্ঞানের আলো, দীনের ব্যাপার।
অদেখা ওর অনেক কিছু
দেখেছি এই দু'নয়নে–
'হায় রে আমায় জনম যদি
নাই কো দিতো আম্মা আমার।'*

দৃষ্টি তোমার আগুন ঝরা
থাকবে বলো আর কতো দিন?
এই যুগের এই পুতুলগুলো

---

* বিখ্যাত দু'জন সাহাবীর নাম।

* এ ছত্রটি পারস্য কবি শেখ সাদীর।

নাচবে বলো আর কতো দিন?
ইব্রাহিমের আওলাদেরা
হাল আমলের এ বুত্ খানায়,
নমরুদের এই নিমক খেয়ে
বাড়বে বলো আর কতো দিন?

গত দিনের খুশি আবার
আসবে ফিরে, না আসবে না?
ভোরের বায়ু হেজায-কাবার

আসবে ফিরে, না আসবে না?
ফকির বেশে দিন কাটানোর
সময় আজি শেষ হয়েছে,
ভেদের জ্ঞানী কেউ কি আবার
আসবে ফিরে, না আসবে না?
আসেই যদি সে ভেদ-জ্ঞানী
গোপন কথার পসরা নিয়ে,
দিল্ গলানো মধুর সুরে
তুমিই তারে দাও শিখিয়ে।
সকল জাতির দিল্গুলি সে
পাক্ করে দিক সুর পরশে–
জ্ঞান ও কথার মোহন বাঁশীর
মন মাতানো সুর বাজিয়ে।

দিলের দরদ যে দিল বুঝে
সেইটুকু যে আমার পুঁজি,
কপাল আমার সেই ফরিয়াদ
আপন পথ যে পায়নি খুঁজি।
আমার গোরের মাটির পরে
ফুটছে লালা সজীব হয়ে,
চুপ থাকে সে, হয় সে মুখর
খুনী হিয়ার সঙ্গে যুঝি!

পাঁচ.

জানলো না সে অপর থেকে
আপন হৃদয় করতে হরণ;
জানলো না সে গোপন ব্যথা
দিলের মাঝে করতে বহন।
মন্ত্র তোমার দাওনা ফুঁকে
এ এক মুঠি মাটির পরে,
জানলো না যে দুইটি ছাড়া–
'উদর পূরণ এবং মরণ।'

বুকের বিরান ভিটেয় ছেড়ে
গেল পালিয়ে হৃদয় মোদের;
রইলো পড়ে দেহের আকার
মানে কিছুই নেই কো এদের!
মিলেছে এই পলাতকের
মোদের চেয়েও ভালো আবাস,
সত্য যাদের চোখের দেখা
আমরা শুধু শুনেছি ঢের।

জিব্রাইলও বুঝতে না রে
এদের এ শোরগোলের মানে,
চিনতে বুঝি পারেনি তাই
'কী চায় ওরা', সে কোন -খানে!
জানতে হলে জিগাও তোমার
উপায়বিহীন বান্দাদেরে–
নিরাশ যারা পুষছে বুকে,
আশার বাণী শুনছে কানে।

এদের সভার এই রাতিরে
সাজানু মোর আপন হাতে,
চাঁদের মতো ঘুরতে গিয়ে
ফুরানু তাই রাত-বিরাতে।
আলসেপনার কিচ্ছা অনেক
তোমার কানে পৌছে গেছে,

গেলাম একা দাঁড়িয়ে তাই
এদের সবার মাঝখানাতে।

এমন জোরে ঘুরতে পারা
আকাশ কোথাও পায়নি খুঁজে;
তা দেখে তাই জিব্রাইলও
ভয়ে আপন চক্ষু বুজে!
কী অপরূপ এ বুতখানা
তৈরী এরা করছে হেথা,
কাফের হেথায় পুতুল গড়ে
মুমেন হেথায় পুতুল পূজে।

ছয়.
দাও সে 'রোমী'র প্রেম পিয়াসা,
'খসরু' কবির দাহন জ্বালা;
দাও 'সানাই'র সত্য পালন
আত্মদমন, এক পিয়ালা।
বান্দা হওয়ার যোগ্য করে
আমায় এমন তুলছি গড়ে,
নই যে রাজি করতে গ্রহণ
দাও যদি আজ খোদাই-ডালা।

সাত.
মুসলমানের পেটে পাথর
পিঠে তাদের ছালার বোঝা;
কাজ কী যে তার জিব্রাইলের
সাধ্য তাহা নয়কো বোঝা!
দাও আমারে নকশা কোনো
ভিন্ন জাতির, গড়বো তারে–
কারণ এ জাত আজকে সকল
ধরার কাঁধে হেলার বোঝা।

ভিন্ন কোনো এমন জাতি
কাজের মাঝে রয় যে বেঁচে
যারা সুধার মুক্তা কুড়ায়

হলাহলের সাগর সেঁচে!
এক দুনিয়া পেয়েও যারা
হয়নি খুশি, চাইছে আরো
নেয় গো যারা উভয় জগৎ
স্কন্ধে তুলে আপনি যেচে।

ভিন্ন কোনো এমন জাতি
যারা খোদায় স্মরণ করে,
আঁধার রাতের বক্ষ চিরে
উষার আলো হরণ করে।
সূর্য যাদের চলার পথে
যায় বিকিয়ে আপন কিরণ,
নীহারিকার ধূলায় যারা
উড়িয়ে যায় চরণ ভরে।

আট.
থাকবে কমিন লোকের হাতে
তোমার ধরা আর কতদিন;
ভোগের যতো সামগ্রী সব
ভোগবে ওরা, আর কত দিন?
কাজের যারা সবাই তারা
তোমার বিশাল এ কারখানায়
থাকবে বেঁচে শকুন সম
টানতে মরা, আর কতো দিন?

বলতেছিলো পীরের সাথে
ভুখা মুরিদ দুঃখ তারি;
'খোদা মোদের দেখছে না হাল,
করছে না স্রে খবরদারি।
এমনিতে সে আছে মোদের
শাহ-রগের চেয়েও কাছে,
কিন্তু মোদের উদর থেকে
অনেক দূরে তার সে বাড়ি।'

নয়.
ভারতের এই বিশাল ভূমি
আজকে দেখি অন্য প্রকার;
বিগড়ে গেলো কেমন করে
আকাশ মাটি সবার আকার।
পাঞ্জেগানা নামাজ তুমি
চাইছো কেনো মোদের কাছে,
কারণ যারা গোলাম, তাদের
এক সারিতে দাঁড়ান যে ভার।

মুসলমানরা গোলাম হয়ে
দিল বিকিয়ে নিজের সবি;
চোখ ও কানের যাদু খেলায়
গেল হারিয়ে ওদের সবি!
গোলাম গিরির লানত গুণে
দেহের শিরা এমনি শিথিল,
নিয়ম-কানুন কাঁধের বোঝা,
সইতে না রে দীনের সবি।

দশ.
এক করে দাও, লাভ-অলাভের
এই ভেদাভেদ দাও ঘুচিয়ে;
চিরকালের বেহেশত সম
এই ধরারে দাও সাজিয়ে
দেখছো না কি আমরা সবাই
মাটির পরে মাটির গড়া,
কী অপরূপ করেছি এই
কাজল মাটি রং মাখিয়ে!

চিরকালের জীবন কী যে,
সে জ্ঞান তোমার থাকতে পারে;
কিন্তু তোমার জ্ঞানে তা নেই,
অকাল মরণ বলছি যারে।
তোমার অসীম কাল-সায়রের
কমতো না তো একটি কণা

কী দোষ ছিলো চিরকালের
জীবন দিলে এই-আমারে।

এগারো.
আজকে তোমার জীর্ণ ধরা
পৌঁছে গেলো মৃত্যু সীমায়।
গোপন যতো ভাগ্যরেখা
প্রকাশ হলো নিজ মহিমায়।
নাই বা দিলে লজ্জা আমায়
সম্মুখে ঐ হেজায-নবীর,
আমার বিচার তুমিই করো,
দাও রেখে তা তোমার জিমায়।

চলার পথে হৃদয় আমার
ছাড়িয়ে গেল এই দেহরে;
'বতহা'* যাহার পথেই পড়ে
চলছে ছুটে সেই শহরে।
রওগো তুমি এই খানেতে,
বিশেষজনের সঙ্গ লভো;
চলছি আমি জীবন দিয়েও
পাইতে বধূর সেই গেহ রে।

---

* মক্কা শরীফ।

রসূলুল্লাহর খেদমতে

আসমানের ঐ মিনার তলে
আরশ থেকে কোমল তরো
ঠাঁই আছে এক, তামাম জাহান
সেথায় এসে হচ্ছে জড়ো।
যায় হারিয়ে যাদের 'খুদি'
তারাই ফিরে আসছে হেথা,
'জুনায়েদ' আর 'বায়জিদেরা'
ব্যথার দাহে জরো জরো।

-ইজ্জত বুখারী

এক.

পথিক জাগো, উঠাও তাঁবু,
শোবার সময় শেষ হয়েছে;
পথ দেখায়ে যেজন নেবে
অনেক দূর সে চলেই গেছে।
বুদ্ধি হলো বিকল আজি
এই কাফেলার পথ দেখাতে,
দি়লের হাতে তাই তো আপন
লাগাম টানার ভার দিয়েছে।

দৃষ্টি আমার পাগল-পারা
দিলের মণি-মুক্তা তরে;

জ্বালায় জ্বলি, শান্তি লভি
দিলের দিলে- গোপন ঘরে।
তাই তো আমি যাই পালিয়ে
শহর গায়ের লালসা থেকে,
দিই খুলে মোর দিলের কপাট
মুক্ত হাওয়ায় মাঠের পরে।

জানিনে কার মোহন রূপে
মজলো আমার দিল-পিয়ারা;
শান্তিতে নেই একটি পলক,
আপনহারা পাগলপারা।
মুক্ত মাঠে গেলাম নিয়ে
মত্ত হলো মাতাল আরো,
বসনু যখন ঝর্ণা ধারে
বইলো চোখে অশ্রু ধারা।

যেই কাফেলা রূপের পাগল,
কী লাভ জেনে তাদের কথা;
ধরার সবি অবহেলায়
ত্যাগ করা যে তাদের প্রথা।
কোন্ সে মাতাল ঘন্টাধ্বনি
জাগায় বিলাপ তাদের প্রাণে
মাতাল বায়ু যেমনি করে
প্রকাশ বনের মনের ব্যথা।

এমনি বুড়ো বয়সে মোর
সে 'ইয়াসরিবের' হলাম রাহী;
আশেক যেমন গজল গাহি।
তেমন খুশির গজল গাহি।
পক্ষী যেমন বন বাঁদাড়ে
স্মরণ করে আপন কুলায়,
মুক্ত করে যুগল ডানা
সাঁজের আঁধার পানে চাহি।

দুই.

প্রেম-জোয়ার ও মদ-খোয়ারি,
গুনায় এদের ভরলো ধরা;
পাক্বা যতো মাল্লা-মাঝির
ডুবলো সকল পুণ্যভরা।
তান তুলেছি তাই তো আজি
হেজাযের ঔ বীণার তারে,
সামনে নিয়ে পান-পিয়ালা,
লাল সিরাজী হৃদয়-হরা।

জিজ্ঞাসো কী আমার গানের
সুরের যাদু কেমন তা যে;
বন্ধুরা মোর বুঝতে না রে
কোন্ গ্রামেতে সে সুর বাজে।
তাই তো আপন জ্ঞানের পোশাক
দিলাম ছুঁড়ে মাতাল হাওয়ায়,
গড়তে একা সুরের যাদু
বিশাল মাঠের বিজন মাঝে।

তিন.

ভোরের বেলা উটনীকে মোর
কইনু ডেকে, 'আস্তে যা রে',
পিঠের পরে আরোহী তোর
বুড়ো বিমার, সইতে না রে।'
বাড়লো তাতে চলার ধারা
মাতাল সম, এমনি যেনো
মরুর বালু মখমলেরই
গালচা হলো পায়ের ভারে।

হাওদা চালক, আজকে যে ওর
লাগাম ডুরির নেই প্রয়োজন;
মোদের মতো ওর পরানও
করতে পারে পথকে স্মরণ।
বুঝতে পারি ওর চলার ঔ
মাতাল খুশির আভাস থেকে

কোন্ সে দিলের যাদুর জালে
বন্দী ও যে মোদের মতন।

কাজল কালো চোখ দু'টি ওর
অশ্রু ভারে টলটলানো;
তরল ভোরের ওর সে ব্যাকুল
'আহা-ধ্বনি দিল জ্বালানো।
দৃষ্টি সে ওর এমনি মাতাল
আর বেসামাল, ঢালছে সদাই
লাল সিরাজীর আকুল ধারা
পাগল করা মন-গলানো।

চার.
কেমন সুখী সেই বিয়াবান
যার মাঝে সব পথিক মিলে;
হাওয়া হাঁকায়, দুরূদ পড়ে
পৌছতে গিয়ে সে-মনজিলে।
তপ্ত বালুয় কপাল রেখে
সেজদা করে আপন খোদায়.
বালুর রেখা টিপ এঁকে দেয়
সবার ভালে লাল আর নীলে!

কেমন সুখী সেই বিয়াবান
যার সাঁজেতে ভোরের হাসি;
দিনের আলো দেয় পরিয়ে
আঁধার রাতের গলায় ফাঁসি।
পথিক ওগো, আস্তে চলো,
আলতো ফেলো কদম তোমার,
এই বিয়াবান বালুর কণা
মোদের মতোই প্রেম-পিয়াসী।

পাঁচ.
এই কাফেলার আমীর কে সে,
দেখতে যেনো নয় আরবী;
সুর যেনো তার কেমন তরো,

আরব থেকে ভিন্ন সবি!
এমন করে বাজায় বীণা
পান করে তার সুরের মধু,
এমনি তরো ঘোর পাথারে
দিল্ যে বাঁচে শান্তি লভি!

প্রেম আর মদে মাতাল গেহ
তার এ চলার পথের শেষে;
চালায় আব ও খাকের দেহ
কোন্ সে আগুন সর্বনেশে!
তার সুরের ঐ পরশ সে যে
সবার প্রাণে বুলায় যাদু,
দেয় খুলে সব বুকের কপাট
চোখ দু'টি তার মধুর হেসে।

ছয়.

গোপন কথা বলার চেয়ে
না বলাতেই প্রকাশতরো,
বলতে গেলে বলতে হবে
কাহিনী এক মস্ত বড়ো।
বাধায় ঘেরা পথের পরে
দুস্থ পথিক চলছে একা,
নিভলো বুঝি মশাল শিখা,
সামনে রাতের আঁধার জড়ো।

দখিন হাওয়ার পাহাড়তলি
লালার লালে যাচ্ছে ভেসে;
মাঠের পরে বন্ধুরা সব
ফেললো তাঁবু মধুর হেসে।
আজকে আমার তাঁবুর চেয়ে
লাগবে ভালো শুদ্ধো একা,
পাহাড় ঝুরা ঝরছে যেথায়
বসতে তারি ধারটি ঘেঁষে।

সাত.

গাইবো কভু ইরাকী গান
আপন মনে বিভোর হয়ে;
জামীর গজল প্রাণের পরে
আনবে কভু আগুন বয়ে।
আরবী সুরের যাদুর পরশ
নাই বা পেলো কণ্ঠ আমার,
হাওদা চালক গায় যে গীতি
তার বেঁধেছি ওদের লয়ে।

খুশীর আমেজ দাও মিশিয়ে
এই পথিকের দুঃখ জ্বালায়;
বুক ফাটানো পাগলামিতে
দাও ভরে ওর রোদন-পালায়।
হাওদা চালক, চালাও না ভাই
ঘুর পথে এই মরুর বুকে–
মোর বিরহের দুঃখ-ব্যথা
দ্বিগুণ করো এই নিরালায়।

আট.

এসো ও ভাই, বন্ধু আমার
সবাই মিলে করবো রোদন;
তোমায়, আমায়, সবায় যে সেই
রূপের ছুরি করলো নিধন।
বলবো কিছু গোপন কথা,
হৃদয় ব্যথা একটুখানি,
পাক নবীজির চরণ পরে
ঘষড়ে নেবো আপন বদন।

এই দুনিয়ায় দেয়নি খোদ;
জ্ঞানীর তরে ধনের ভারা;
দেয়নি করে নাদান সবে
তাঁর প্রেমেতে পাগল পারা।
কী খুশ কপাল আজকে যে ওর
আর কী খুশাল দিন-রজনী,

ঢুকতে পেলো বাদশা খানায়
দুস্থ ফকির সর্বহারা!

চার দিকের এই বিপুল ধরা
রয়েছে মোর হৃদয়-পুরে,
সেই নিরালায় যাবার আশা
রয়েছে মোর হৃদয় জুড়ে।
যখন চলি ওই মিনারার
চেয়েও উঁচু পথের পরে,
আমার ডানার পরশ লভি
ধূলির কণা যায় যে উড়ে।

ওই বিয়াবাঁয় চলতে গিয়ে
কালের ধারা পথ হারালো,
ওর মাটিতে আকার ছাড়াই
সকল প্রাণের ঘাস গজালো।
সেথায় কবি জ্ঞানীর সাথে
কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে,
তাই তো সেথায় বললো না কেউ
'হারায় মোরে চোখের আলো।'*

নয়.
মুসলমান ওই ফকির বেশে
বিকট টুপি পরছে মাথে;
দিল্-জ্বালানো সেই সে 'আহা'র
নেই যে কিছু উহার সাথে!
হৃদয় যে ওর কাঁদছে শুধু
জানলো না সে কিসের লাগি,
হায় নবীজি, ওদের দিকে
চাও গো করুণ নয়ন পাতে।

আমার যতো হৃদয় জ্বালা,
সকল তোমার দুঃখ দেখে;

---

* 'লন' 'তরানী' – কোরান।

করুণ হলো আমার গীতি
তোমায় ব্যথার পরশ মেখে।
কাঁদছি আমি হায় রে হেথা
এমনি বিশাল ভারত ভূঁয়ে,
নেই যে তেমন একটি লোকও
তোমার ব্যথা বুঝতে শেখে।

ভারতের এই গোলাম সবের
আঁধার রাতির নেই কোনো ভোর,
এদের মাটি সুরুজ লাগি
ফেলছে নীতি তার আঁখিলোর।
তাকাও ফিরে মোদের দিকে
এই দুনিয়ায় মোদের মতো,
নেই যে কেহো দীন বেচারা,
গোলামপনায় এমনি বিভোর!

বলবো কী যে এদের কথা,
দুস্থ গরীব দীন বেচারা;
দাও মোদের জ্ঞানের শাবল
ভাঙতে পারে অজ্ঞ-কারা।
এদের নির্দয় হৃদয় পরে
দাও বুলিয়ে দয়ার পরশ
পড়ছে এরা ঘোর বিপাকে,
রুদ্ধ এদের গতিধারা।

বলবো কতো এদের কথা
ঠিক মতো সব বলাই যে ভার;
দেখছো তুমি এদের গোপন,
এদের প্রকাশ–সকল ব্যাপার।
করলো যা এই দু'শ' বছর,
তাই তো এ কি হয়নি প্রমাণ,
হৃদয় বলে নেই যে কিছুই,
কুকুর এরা কসাই পাড়ার।

দেখিস্ না কি ওই নীলাকাশ

ঘনিয়ে এলো বিকট হয়ে;
কারাভা তোর রইলো পড়ে
মনজিলের ঐ দূর বলয়ে।
বলবো কী যে নিয়মবিহীন
এদের সকল কাজের ধারা,
জানোই তুমি এই কাফেলার
ইমাম কেহো হয়নি ভয়ে।

নেই যে ওদের খুনের শিরায়
একটুকু সেই দহন জ্বালা;
ওদের হৃদয় পতিত জমি
ফুটছে না তায় একটি লালা।
খাঁপ যে ওদের তেমনি খালি,
যেমনি খালি, ওদের পকেট,
ওদের যতো কিতাব কোরান
উজাড় ঘরই করছে আলো।

খাওয়া-পরার চরকি জালে
আটকে গেছে হৃদয় ওদের;
ওর মাঝে তাই প্রেম-পিয়াসা
সুখ ও আশার নেই কোনো জের।
জীবন ভরে শুনলো যেজন
মশা মাছির ভন্‌ভনানি,
কেমন করে বুঝবে, বলো,
ডাকের মানে বাজ-ঈগলের।

সম্মুখে ওর রুদ্ধ হলো
সকল দিকেই দিলের দুয়ার;
ওর মাটিতে নেই সে তাকত,
নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াবার।[*১]
একটুকু নেই ওর হৃদয়ে
নিজকে বড়ো করার আশা,[২]
কোন্ কালে সে কেমন ছিলো,
নেই ক্ষমতা স্মরণ করার![৩]

---

* ১–খুদি; ২– তকদীর ; ৩– যিকর।

ছিন্ন পোশাক বদলানো বা
তালি দেবার নেই যে খেয়াল
বুঝতে না রি ঠিক মতো এর
পড়লো কেনো আশার আকাল।
তাই তো দেখি ওর কপালে
অকাল মরণ নিত্য ঘটে,
মুসলমানের নাম ধরেছে,
আল্লাহ নামের নয় সে কাঙাল।

দাও এদেরে ন্যায় অধিকার
দুস্থ দুখী কয়দী এরা;
জাতির লাগি এদের দরদ
বুতখানাতে বাঁধছে ডেরা।
ভাঁটি খানার দরজা যতো,
ওদের তরে বন্ধ সবই;
তাই তো হেথায় মুসলমানই
ভুখ পিয়াসে সবার সেরা।

আবার তুমি পাক করে দাও
এদেরে না-পাক আব্ ও খাকে;
আবার নতুন সৃষ্টি করো
এদের দিলের সেই ধরাকে।
চলছে তুফান ভীষণ বেগে,
করছে আঁচল টুকরো হাজার,
যায় যে নিভে এদের মশাল,
বাঁচাও তুমি বাঁচাও তাকে।

এই জীবনের বিয়ের কনে
যায়নি সে ওর বাসর ঘরে;
কারণ ও যে কোথায় থাকে
জানে না কেউ, কিসের পরে।
এমনি পাপী মরার আগেই
ঠাঁই পেয়েছে কবর মাঝে,
ওর 'নকীর' আর 'মুনকীর'- এরা
গির্জা মঠে বসত করে।

ওর চোখেতে নেই সে খুশি,
উঠছে না তা চক্‌চকিয়ে;
ওর বুকেতে নেই কোনো দিল,
একটুতে যায় হক্‌চকিয়ে।
আয় এলাহি, রহম করো
এই জাতিরে, কারণ এরা
জ্যান্ত মরা; এদের দেখে
মৃত্যু কাঁপে ঠকঠকিয়ে।

বাপের দেয়া মুসলমানি
চিনলো না তাই মৃত্যুকে সে;
মৃত্যু ভয়ে কাঁপছে সদাই,
স্থির করাবে মৃত্যু এসে।
ওর বুকের ঐ ফাটল মাঝে
নেই বুঝি হায় একটুকু দিল,
মৃত্যুকে তাই পারলো না সে
করতে বরণ মধুর হেসে।

বাদশাহী সে আগাগোড়াই
ধোঁকার খেলা ধাপ্‌পাবাজি;
ওর ফাঁকিতে কেউ বাঁচে না
হোক সে রোমী, হোক হেজাযী।
সময় হলো দিল জাগাবার,
দাও জাগিয়ে এদের দিলে,
ইয়ার বঁধূদের দুঃখের কথা
তাই তো তোমায় বল্‌ছি আজি।

মুসলমানের দেহের গড়ন
শক্ত কঠিন সবাই জানে;
হাজার লাথি হজম করে
হাজার কিলেও দুখ্‌ না মানে।
কিন্তু আমায় বললো গুণী,
দেখলো সে তার চক্ষু দিয়ে
ওর দিলেতে নুলোর মতো
কাঁপছে 'খুদি' এক সমানে!

তাজ হারানো মুসলমানের
লাজের বিষয়, সন্দেহ নেই;
ধর্মও তার প্রাণ হারালো,
ফকির সে যে ফকিরীতেই।
জানোই তুমি এই দুনিয়ায়
কী ধন মোরা লাভ করেছি,
অঢেল শাহী মালের থেকে
পেলাম শুধু এক কম্বলেই।

কী লাভ পুছে ওদের হালত
ভালোই তা যে ওদের তরে;
ওদের জমি যেমনি অসার
তেমনি অসার আকাশ ভরে।
যেই পাখি রে পাললে তুমি
আঞ্জিরের ঐ মিষ্টি রসে,
তার কি সাজে দানা কুড়ান
খুঁটিয়ে এই মাঠের পরে।
দিলাম খুলে সামনে ওদের
এই জীবনের বিরাট ঝাঁপি;

দিলাম বলে অনাগমের
আগাম কথা, রয় যা ছাপি।
প্রাণের যতো রহস্য সব
আরো প্রকাশ করতে পারি,
অন্‌-আরবী এই কবি রে
শিখাও যদি আরবী-কাফি।

হয় তো আজি মুসলমানের
নেই সে ঘোড়া, নেই সিপাহী;
তাইতে কি হয়, হৃদয় যে তার
ভুলেনি সেই শাহান্‌শাহী।
আজকে যদি বানাও তারে
সত্যিকারের বাদশা কোথাও,
দেখবে যে তার রূপের গরব,

জাঁকজমকের অন্ত নাহি।

দশ.
পীর সাহেবের যতেক পুঁজি,
সবই হলো কিচ্ছা পুরাণ;
তার যতো সব ধর্ম কথা,
কল্পনা আর নিট অনুমান।
তাই তো দেখি ইসলামও তার
পৈতা ধারণ করলো শেষে,
কাবা যখন মঠ হলো, তাই
বামুন হয়ে রাখলো সে মান।

বেদীন-পনা এই দুনিয়ায়
করলো আজি ভিন্ন প্রকার;
বলছে ওরা প্রাণটা না-কি
এই দেহেরই নিছক বিকার।
সেই গরীবি 'সিদ্দিকে' যা
দানলে তুমি, দাও এদেরে,
যার পরশে এদের প্রাণে
উঠবে তুফান, ভাঙবে খোয়াব।

মোদের কাবার ধরন-ধারণ
মন্দিরেরই ধার করা সব;
আমরা যে-সব পুতুল পূজি
'পাগলা বুড়ো' ওদের লকব।*
মোদের বুকের ঘোর আঁধারে
মিলবে না খোঁজ এমন দিলের,
আশার আলোয় উজল যেনো
আঁধার রাতে চাঁদনি-পরব।

ফকির ছিলো ওরাই যারা
মসজিদেতে বাঁধলো সারি;
ছিঁড়লো পোশাক শাহানশাদের

* উপাধি

তাঁদের ধারাল সে তরবারি।
নিভলো যখন মুসলমানের
বুকের মাঝে সেই সে আগুন,
মাজার থেকে আর মাজারে
ঘষলো কপাল, গাইলো জারি।

মুসলমানের এমনি স্বভাব
নিজের বুকেই চালায় ছুরি;
সেই ছুরিরই আঘাত ছাড়া
ওর বুকে নেই দাগ কিছুরি।
কাঁদতে থাকে নেয় যদি কেউ
সে মসজিদের ইট খসিয়ে,
যে মসজিদে যায় সে কেবল
শিন্নি খেতে, করতে চুরি!

আল্লা ছাড়া পরের দোরে
ঘষড়েছি এই কপাল মোদের;
'মজুস'-সম গীত গেয়েছি
আর কেঁদেছি সামনে ওদের।
কেঁদেছি, তাও নিজের লাগি,
পরের তরে কাঁদতে পারা,
হয় তো ছিলো তোমার স্বভাব,
কিন্তু মোরা নই সে পদের।

হেথায় যতো মাতাল সবার
সামনে খালি পান-পিয়ালা;
এই আসরে সাকীর তরে
শুয়ে থাকার আসলো পালা।
শুনছি আমার বুকের মাঝে
গুমরে মরে করুণ বিলাপ,
শরাব খানার নিবছে বাতি,
তাই তো বুঝি এর এই জ্বালা।

খানকা সবের মদের হাঁড়ি
নিস্‌টে খালি, নেই তাতে মদ;

মাদ্রাসা আর মকতবেরা
চলা পথেই ফেলছে দু'পদ।
কবির আসর থেকেও আমি
আসছি ফিরে বিরস মুখে,
কারণ ওদের বাঁশীর সুরে
নেই কোনো প্রাণ, হাজার গলদ।

এমনি মুসলমান যে আমি
সকল দেশেই রই মুসাফির;
এই দুনিয়ায় আমার লাগি
নেই কোনো কাজ করার ফিকির।
হায় বেচারা, এমনি হয়েও
মোর ঝামেলার নেই যে সীমা,
আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু
সবের লাগি তুলছি জিগির।

উড়েছি এই আকাশ জুড়ে
তোমার দেয়া পাখনা নিয়ে;
পুড়েছি মোর সুরের দাহে
নিজ হৃদয়ে ঢাকনা দিয়ে।
ঢুঁড়েছি এই তামাম জাহান
পাইনি মুসলমানের দেখা,
যার ভয়েতে মৃত্যু কাঁপে
বাঘের মুখে মাকনা হিয়ে।*

নিশুত রাতের চোখের জলে
খোদার কাছে করনু আরজ;
'মুসলমানের নেই কোনো মান,
দুখ কেনো তার এমনি সহজ।'
শুনতে পেনু, 'জানিস না-কি
ওদের বুকে দিল রয়েছে,
কিন্তু সে 'দিলরুবা' লাগি
একটুকু নেই ওদের গরজ।'

---

* হস্তি শিশু

বলবো না সেই সুখের দিনের
জাঁকজমকের কিচ্ছা কোনো;
যে দিন গেছে ওর কথাতে
লাভের আছে হিস্যা কোনো;
জ্বলতে ছিলো বুকের মাঝে
একটি বাতি, নিবলো যে তাই
দুই শতকের অবহেলায়–
মোর কাছে তার কিচ্ছা শুনো!

পাহারাদার কাবার যারা
গড়লো তারা মঠের সারি;
ওদের ঈমান গোরস্তানে,
চক্ষু চাকর পরের বাড়ি!
দৃষ্টি ওদের দেখলে পরে
বুঝতে পাবে ওদের রুচি;
এ দুনিয়ার যতেক ভালো
সবার সাথে ওদের আড়ি।

পথের পরে ঝোলনা কাঁধে
এই ফকিরের বুক জ্বালাতে;
দাও ওরে সেই আতসি দিল
পুড়াক ওরে দিবস রাতে।
দাও করে ওর দিল উজালা,
দাও করে তায় শক্ত খানিক,
ঈমান থেকে বাড়তি যা সেই
আশার দুনো মুগুর ঘাতে।

পড়ছি কভু উঠছি আবার
লড়ছি আমি পাগল পারা;
কেমন করে খুন বহাবো,
নেই তলোয়ার, নেই নাকারা।
আমায় তুমি দাও শকতি
লড়তে পারি, মারতে পারি,
এই যুগের এই বুতগুলোকে

নিক্ ভাসিয়ে রক্ত ধারা।

নিরিবিলির এই ফরিয়াদ
কান্না আমার, লাগছে ভালো;
কারাভাঁ নাই চলছি একাই
পথ মদিনার, লাগছে ভালো।
কোথায় এলাম খানার বুলি
কোথায় শরাবখানার নেশা,
তুমিই বলো আমার লাগি
কোন্‌টি তোমার লাগছে ভালো।

বিহার করে এলাম ফিরে
বঁধূর আকাশ সবটুকু যে;
তৃপ্ত হলো আমার হিয়া
তাঁর মেঘেতে পাখনা গুঁজে।
গেলাম ভুলে কাবার কথা,
কারণ আমি শুনতে পেলাম
তাঁর গানের ঐ মোহন সুরে,
পেলাম যে তার উৎস খুঁজে।

কইনু যতো গোপন কথা
শুনলো না সে একটিও তার;
আমার ডালে পাকলো খেজুর
ছিঁড়লো না সে একটিও তার।
আয় নবীজি, তোমার কাছে
জানাই আমি ফরিয়াদ,
আমায় ওরা গায়ক ছাড়া
ভাবলো না যে একটিও আর।

এগারো.

মন দিয়েছি বলতে যে দুখ
নয় তা কোনো কাব্য কথা;
বলছি শুধু একটি করে
গোপন মনের গোপন ব্যথা।
করছি আশা, এদের দাহে

জ্বলবে জ্বালা, করবে পাগল,
দুস্থ মুসলমানের দেহ
উঠবে নেচে, নয় অন্যথা।

বলছো তুমি চিরকালের
জীবন বাণী গাইতে আমায়;
মৃত্যু-আঁধার এদের দেহে
পৌঁছে দিতে প্রাণের আভায়।
কিন্তু এ সব নাদান বেদিল
শুনতে শুধু চায় কাহিনী,
জন্মেছে কে কোন্-দেশেতে,
মৃত্যু হলো কখন, কোথায়।

জাফরানি রং লাগলো গালে
দিলের গোপন ব্যথার জ্বরে;
রক্তজবা দু'চোখ থেকে
রক্ত আঁসু পড়ছে ঝরে।
বলার কথা গলার মাঝে
আটকে গেলো, হয়নি বলা–
না-বলা মোর যতেক ব্যথা
নয় তা তোমার অগোচরে।

কাতর যারা মোদের মতো,
দৃষ্টি তাদের জানায় ব্যথা;
দুখীর 'আহা' তার আঁখিজল
প্রকাশ করে সকল কথা।
দিলাম খুলে চোখের পাতা,
নিলাম বেঁধে ঠোঁটের জোড়া;
কথায় ব্যথা প্রকাশ করা,
মোদের তরে নয় তা প্রথা।

বিলাই 'খুদি' তাদের লাগি,
জানলো না তার মর্ম যারা;
দিলাম এনে ঘোর মরুতে
জম্ জমেরই পুণ্য ধারা।

দাও গো আমায় এমন কোনো
সুরের আগুন যার দহনে,
ধর্মবিহীন সব পুড়িয়ে
করতে পারি দ্যুলোক ছাড়া।

ধুক্‌ধুকানি একটু ছাড়া
নেই যে কিছুই মোদের বুকে;
নেই দরদী তোমার মতো
মোদের তরে এই ভূলোকে।
ব্যথার যতো কাহিনী মোর
কার কাছে তা বলবো বলো,
শুনবে কে এই নিরস কথা,
বুঝবে কে এই গভীর দুঃখে।

চলছে একা দুস্থ পথিক
পথ ভাসায়ে বাঁশীর তানে;
নেই সাথী কেউ চলছে একা
আপন মনে আপন গানে।
জানোই তুমি, চাইছে কী সে,
চলছে কোথা, কিসের লাগি;
ফিরবে না ওর হৃদয় কভু,
ভূলোক দ্যুলোক যতোই টানে।

চাইনে আমি হুজগপনার
সস্তা কোনো যাদুর বাতি;
করবে উজ্‌ল তোমার সুরুজ
আমার গহন আঁধার রাতি।
করলো হেলা দৃষ্টি আমার
চাঁদ সুরুজে, নই তো খেলো–
বলবো কেনো, যদিই কেহো
মশায় বলে বলতে হাতি।

যেই দরিয়ার নেই কিনারা
নেই যেখানে পথের দিশা;
হৃদয় সেথায় যাত্রী সবায়

রাস্তা দেখায় দিবস নিশা।
বললেন তুমি, মক্কা চলো,
তাই তো আমি নামনু পথে;
নয় তো তোমার মিলন ছাড়া
আর কিছুতে নেই যে তৃষা।

দূর করো না সে দোর হতে
আসছি যেথায় পাগল হয়ে;
তোমার দেয়া ব্যথার জ্বালায়
নেই শকতি থাকবো সয়ে।
'সবুর' ছাড়া আর যা কিছু
বলতে পারো, শুনতে রাজি;
কিন্তু আমি পারবো না আর
ঘুরতে ব্যথার বোচ্‌কা বয়ে।

ফিরিংগি সব প্রিয়ার তরে
দিলাম ধরে দিলের বাজি;
মঠের প্রেমে দীপের মতো
জ্বলতে আমি হলাম রাজি।
নিজকে ভালোবাসার শুধু
হয়নি কোনো আগ্রহ মোর,
চিনতে আমি পারছিনে তাই
দেখছি যতো নিজকে আজি।

পশ্চিমের ঐ শরাবখানায়
পান করেছি শরাব বহু;
মাথার ব্যথা কিনতে গিয়ে
দান করেছি বুকের লহু।
মহৎ যারা ফিরিংগিদের,
সঙ্গ তাদের লাভ করেছি,
নিরস সে সব দিনের কথা
যায় না ভাবা, যায় না, উহু!!

ফকির আমি চাইছি যা, তা
তোমার কাছে চাইছি সিধা;

চাইছি সে দিল ঘাসের পাতায়
করতে পারে পাহাড় দ্বিধা!
পাঠ করে সব জ্ঞানীর বচন
মাথার ব্যথা লাভ করেছি,
তাই তো তোমার দয়ার লাগি
জান হয়েছে এমনি ফিদা।*

মুল্লা, পীর আর সূফীর দলে
যাইনি কভু শিখতে সবক;
জানোই তুমি আমার মতি
ওদের মতো নয় তা নিছক।
দাও এঁকে মোর হৃদয় পটে
আল্লাহ নামের অতুল ছবি,
তাই তো আমি দেখবো ভালো
নিজেকে আর তাঁকেও বেশক!

মুল্লাজীদের দিলের কোঠায়
বাস করে না দুঃখ-জ্বালা!
ছবির মতো দৃষ্টি আছে,
নেই চোখে ওর চোখের লালা।
এর লাগি তো যাইনি ওদের
মাদ্রাসাতে পড়তে কভু;
নেই যে ওদের মরুর বুকে
জমজমের ঐ পুণ্য নালা!

মিম্বরের ওই চূড়ায় বসে
বলবে কথা হুল ফুটানো;
বিষের কথা বলতে গেলে
একশ' পুঁথি যায় ছাপানো!
লজ্জা করে তোমার কাছে
বলতে সে সব গুণের কথা,
তোমার কাছে গোপন হলেও
মোদের কাছে নয় লুকানো!

* নিবেদিত

দিল-আলাদের দিলের করার
সেই টুটালো কিংবা আমি;
ওদের বুকে প্রেমের তুফান
সেই ছুটালো কিংবা আমি?
মুল্লা আমি সেই দু'টি তীর,
দীনের ধনু ছুঁড়লো যারে;
ঠিক নিশানায় আপন হুলে
সেই ফুটালো কিংবা আমি?

একাই আমি আমার সভায়
কেউ বুঝে না আমার মতি;
তুমিই বলো বলবো কাকে
আমার ব্যথা, আমার ক্ষতি!
আমার যতো গোপন কথা
ফাঁস হয়ে যায়, তাই তো ডরাই
বলতে আপন মনের সাথে
মনের ব্যথা গোপন অতি!

আপন হৃদয় এই দুনিয়ায়
কারোর কাছে দিইনি বাঁধা;
দূর করেছি নিজেই আমি
আমার কাজের সকল বাধা।
আল্লাহ ছাড়া একটি বারও,
যখন করি ভরসা কারও,
যায় হারিয়ে পথের ধারা
সহজ সবি হয় যে ধাঁ ধাঁ।

আমার মাথায় যে পাগলামির
তপ্ত হাওয়া ঘুরছে বোঁ বাঁ;
আমার বুকে সে হট্টগোল
কুটছে মাথা, করছে গোঁ গোঁ।
আমার খুদির ঢেউ লভেনি
তৃপ্তি কোনো সেই তুফানে,
দিল দরিয়ায় উতাল পাতাল
করলো যা আর বইলো সোঁ সোঁ!

এখনো মোর এই মাটিতে
জ্বলছে আগুন, ফুলকি ছড়ায়;
এখনো মোর বুকের মাঝে
ভোরের লাগি 'আহা' গড়ায়।
আমার চোখে ওরাই দিলো
রূপের আলো, দেখছো না-কি–
তাই তো এমন বুড়োর চোখেও
নবীন যুবার দৃষ্টি জুড়ায়।

দৃষ্টি আমার দেখছে যা, তায়
ওর তরেতে নেই প্রয়োজন;
হৃদয় আমার গোপন জ্বালায়
ঝরছে গলে মোমের মতন।
কোথায় আমি কোথায় বা এই
কপট বেদিল যুগের ধারা,
হায়, কে মোরে বলতে পারো,
ঘটলো কেনো এমন মিলন!

পয়দা আমায় করলে তুমি
সেই যুগে যার নেই জ্বলুনি;
জ্বাললে আমার মাটির ভাঁড়ে
প্রণয়-খেপা প্রাণের ধ্বনি।
জিন্দেগি মোর ঘাড়ের পরে
ঝুলছে ফাঁসির দড়ির মতো;
বললে তুমি খুলতে যখন
অমনি জোরে টানলো খুনী!

আমার প্রাণের রং বুঁ নিয়ে
ফুটলো না ফুল, আর না 'লালা';
আমার মনের গোপন কোণে
ঘুচলো আশার সকল পালা।
আমার গোপন দুঃখ সে যে
যায় না ভাষায় প্রকাশ করা,
করতে যদি পারিই, তবু
শুনবে কে আর বুঝবে জ্বালা!

এই পুব আর ঐ পশ্চিমেতে
একাই আমি সঙ্গীবিহীন;
ভেদজ্ঞানী সব বঁধূর কথার
আমার মাঝে নেই কোনো চিন্।
আমার কথা বলছি আমি
আপন মনে এর চেয়ে কি,
সরলভাবে যায় করা এই
নির্জনতার দুঃখ বিলীন।

এই যুগের এই জ্ঞানের যাদুর
সকল ধাঁ ধাঁ ভেদ করেছি;
সকল বাধা ছিন্ন করে
মুক্তা মণি সব হরেছি।
জানেন খোদা, কেমন করে
ইব্রাহিমের মতোই আমি,
ফুল বাগানের শান্তি নিয়ে
ওর আগুনে প্রাণ ধরেছি!

দাও, এনে দাও হেথায় আবার
দৃষ্টিতে তোমার আমার চোখে;
দাও, এনে দাও 'লা-ইলাহা'র
বিপুল প্রসার আমার বুকে।
'মন্ রা'ণী'র ভোরের আলো
নিক ভাসিয়ে সব কিছু মোর;*

দাও, করে দাও আমার প্রতি
উজলতরো চন্দ্রালোকে।

যাই ছাড়িয়ে যখন আমি
আমার সীমায়, দেখতে পারি;
তোমার আলোয় ঝল্‌মলানো
আমার আবাস, চিহ্ন তারি।

* মন্ রা' ফকদ্ রা' আল্লাহ-হাদ্স
অর্থাৎ যে আমাকে দেখেছে সে আল্লাহকে দেখেছে।

সেই আবাসে ভোরের গানের
করুণ সুরে করনু সৃজন,
এমনি ধরা, সব কিছু যার
প্রেমলীলা আর মদ্-খোঁয়ারি।

ওই ধরাতে চিরকালের
বেহেশ্‌ত হলো খুশির উজল;
ওর শাখারে করলো সবুজ
প্রণয়-খেপা মোর আঁখিজল।
ওর কপালে এই খানের এই
'হাহু'র প্রলাপ যদিও নেই,
নতুন কোনো আদম লাগি
গুণছে সে দিন অশ্রু-সজল।

দাও ওরে সেই যুবক যে তার
জীবন ভরে পাপ করেনি;
মদ-মাতাল ওর খুশির ধারা
আপন সীমায় গাপ করেনি।
আলীর মতো পুণ্য হৃদয়,
সবল বাহু, তুললো যেজন
দুই ধরারে, ফেললো দূরে,
একটুকও তাঁর হাঁপ ধরেনি!

এমনি ব্যথায় হে মোর সাকী,
দাও, এনে দাও পান-পিয়ালা;
দাও ঢেলে মদ, বীণার তানে
জ্বলুক জ্বালা, দ্বিগুণ জ্বালা।
দাও ভরে মোর বুকের মাঝে
অপর কোনো সবল হৃদয়,
কায়কাউসের সঙ্গে আমার
পাঞ্জা ধরার আসলো পালা।

প্রণয় থেকে জাগলো ধরা,
প্রণয় তোমার বুকের জ্বালা;
সেই পুরানো তোমার মদেই

আসলো হেথায় খুশির পালা।
জিব্রাইলের নিকট থেকে
একটি কথা এই শিখেছি
প্রণয় সে তো একটি মণি,
তোমার দিলে মণির মালা।

আমার বুকে এই যে জ্বালা,
সকল তোমার যাদুর গুণে;
আঙ্গুরে মোর শরাবী ঢেউ
তোমারি জম্‌জমের খুনে।
এমনি এ মোর দরবেশিতে
জমশেদও যে লজ্জা মানে;
করবো কি দিল বুকের মাঝে
মাতাল তোমার বাঁশী শুনে।

এ বুতখানায় দিলের ভিটায়
দিইনি বাঁধা কারোর হাতে;
তাইলে কি আর চিহ্ন আমার
থাকতো কোথাও এই ধরাতে।
এই যুগের এই পুতুল গুলা
চাইছে পূজা আমার কাছে,
দাও, খোদা দাও শক্তি আমায়
ভাঙতে ওদের এক আঘাতে।

এক মুঠি মোর এই মাটিতে
দাও ফুটিয়ে দিলের লালা;
ওর খুনেলা রং-এ আমার
বুকের মাটি হোক উজালা।
নাও ছিঁড়ে তায়, কবুল করো,
আমার প্রাণের খুশির তরে;
তোমার পায়ে দেবার মতো
আছেই এ এক দিলের ডালা।

দীন-দুনিয়ার নবীর কাছে
করনু অনেক পাগলপনা;

তুলনু আমি সম্মুখে তাঁর
দিল-কাঁপানো সুরের ফণা।
বিনয় বলে, অধিক বলার,
নেই প্রয়োজন, কিন্তু আমি
পাগল হয়ে করনু সৃজন,
তাই তো হলাম শান্তমনা।

এই খানে মোর এমনি তরো
হতচ্ছাড়া স্বভাব গুণে,
আমার মাতাল 'আহা' ধ্বনির
দিল-জ্বালানো নালিশ শুনে,
দাও তুমি এই শুকনো মাটির
নও বাহারের বৃষ্টি ধারা,
যার বুকে মোর গানের কথা
রেখেছে তার সুবীজ বুনে।

হাঁকছি দিলের পসরা নিয়ে
কিনবে যে তার পাইনি দেখা;
ঘর ভরে মোর ধন রেখেছি
কিনবে যে তার পাইনি দেখা।
কোথায় তুমি কোথায় ওগো
ঘর বাঁধো মোর বুকের মাঝে,
এই দুনিয়ায় মুসলমান আর
আমার মতো নেই যে একা!

রোমীর মতোই আমার আজান
মক্কা ঘিরে তুললো ধ্বনি;
তাঁর পুঁথিতে পাই কুড়িয়ে
আমার প্রাণের তত্ত্ব-মণি।
তাঁর যে পুরান যুগের ধারা
যেমনি ছিলো বিপদ ঘেরা,
তেমনি আমার নতুন যুগও
অশেষ বিপদ বাধার খনি।

দাও সাজিয়ে গুলবাগিচা

আমার কালো মাটির বুকে;
দাও রাঙিয়ে লালার খুনে
যতেক লালা আমার চোখে।
হয় যদি তা দেখতে তেমন
আলীর তেজের আধেকখানি,
দাও তাতে সেই দৃষ্টি ধারাল,
যে ধার জুলফিকারের মুখে!

মুসলমানরা তীরের পরে
দিব্যি বসে করছে আরাম;
সমুদ্দুরের ঢেউ দেখে ভয়,
পারের আশা ওদের হারাম।
কেবল এ এক দিল-দরদী
ফকির ছাড়া আর কি কেহো,
বুঝতে পারে ওদের দিলের
গোপন ঘায়ের কঠিন ব্যারাম।

বললো কে সে, ওদেরে ঐ
আসছে বঁধুর পারের সুবাস?
দানলো কে সে, ওদের মাঝে
নও বাহারের খুশির এ আশ?
যদিই পুরান এই জ্বলুনি
ওদের খুনে যায় জুড়িয়ে,
জ্বালবে কে সে ফুলকি দিয়ে
আবার ওদের এই ছাইপাঁশ?

• •

তোমার সাগর-মুক্তা ফলাও
আমার দিলের ঝর্ণাধারায়;
আমার প্রাণের রত্ন ছড়াও
পাহাড় মাঠে, গৃহের ছায়ায়।
হয়নি প্রসার আমার দিলের
তোমার দেয়া তুফান ঘায়ে,
ভীষণ তরো অন্য কোনো
ঘূর্ণি তুফান দাও যে আমায়।

আমার বাঁশী লোকের মাঝে
বাজছে কেমন মধুর, দেখো;
থাকলে একা আমার হৃদয়
ব্যথায় কেমন বিধুর, দেখো।
নিলাম শেখে বাপ-দাদাদের
গরীব হালের তত্ত্বকথা,
তাই তো আমি বাদশা থেকে
থাকছি কেমন সুদূর, দেখো।

যেমন থাকি তাই তো আমি
নিজকে রাখি খুশিয় মাতাল;
ভেদ করেছে দৃষ্টি আমার
তত্ত্বকথার আকাশ-পাতাল।
হৃদয় ভরে যেই হাহাকার
জিজ্ঞাসো না ওর কথা আর,
এক পলকে বঁধূর সাথী,
অর পলকে পাইনে নাগাল।

হৃদয় ব্যথায় দুঃখ-জ্বালায়
হলাম আমি লালার সাথী;
দিলাম খুলে এই জীবনের
রোদনভরা বিশাল ছাতি।
বলবো কাকে আমার প্রাণের
চাওয়া-পাওয়ার কিচ্ছা যতো;
বাজাই একা আমার বাঁশী,
কাটাই একা দিবস রাতি।

উজল হলো দৃষ্টি আমার
তোমার আলোর ঝলকানিতে;
দেখতে পেলাম সব, যা কিছু
চাঁদ সুরুজের গোপন চিতে।
নিজকে ডাকি মুসলমানের
নামে যখন কাঁপতে থাকি
কারণ জানি যতেক বাধা,
লা ইলাহা'র হাতছানিতে।

তোমার গলির ফকির আমি
দেদার খুশি এক ডাকেতে;
আমার চাওয়ার হেথায় শুরু
শেষও যে ওর এই খানেতে।
এমনি তরো হতচ্ছাড়া
মাতালপনার দুঃসাহসে,
বলতে পারি খোদায় আমি,
মুস্তফাতে রইনু মেতে!

বারো.

শিখেছি মোর প্রাণের টানে
এমনিতরো হাহুর জিকির;
যার দাহেতে পাথর ফেটে
ঝর্ণাধারায় যায় বয়ে নীর।
আমার বুকেও একটি আশা
করছি লালন, বুঝলে 'জাবিদ';
তোমার প্রেমের রং বু নিয়ে
বাড়ছে ও যে পাগল অধীর।

দেখছো কেহো ফিরিংগিদের
বিকট টুপি, টুপিই শুধু;
বলছো তুমি ও চাঁদ সুরুজ,
নয় ও টুপি, টুপিই শুধু।
হায় রে আমার সরল যুবা
মাতাল তুমি খুনের দাহে,
নিজকে বাঁচাও, পান করো না
এমনি বেদীন চোখের মধু!

দাও ওদেরে হাত পা, যারা
ভাঙলো পা হাত পেটের দায়ে;
বিকায়নি দিল অমনি যারা
আল্লাহ ছাড়া কারোর পায়ে!
যেই আগুনে পুড়লে এ বুক,
করলে উজল আমার এ দিল;

সেই সে আগুন দাও এ সকল
দুস্থ মুসলমানের ছায়ে!

তেরো.
পান করে নাও তুমিও সেই
শরাব বঁধূর পান পিয়ালায়;
তাইতে চিরকালের আবাস
মিলবে বঁধূর হৃদয়-শালায়।
সেজদা এ নয় 'আবদুল আজিজ'
যার খুশিতে ঝাড়তে পারি,
বঁধূর ঘরে কপাল রেখে
লাগলো যে ধূল, সেই যে ধূলায়!

হেজায-রাজের বাদশা তুমি
আমি হলাম পথের ফকির;
কিন্তু যেথায় রাজ্য ভেদের,
সেথায় আমি সামন্তবীর।
লা ইলাহা'র বীজ বুনে যেই
বাগান আমি তুলছি গড়ে,
হেথায় এসো দেখতে পাবে
আমার দিলে সেই তসবীর!

আগাগোড়াই ব্যথায় ভরা,
খাইনি কারো দাওয়াই কোনো,
লাচার বুড়ো তাইতে কি হয়,
মানছিনে সে দশাই কোনো!
এখনো এই ধনুর ছিলায়
তীরের মতো বসতে পারি,
তাই তো আমি জাতির ধনুর
তীর হয়েছি, ছুটছি দুনো!

সবাই এসো গলায় গলায়
মিলবো আজি, নাচবো হেথায়;
এই মাটিতে দিলের ডালা
খুলবো আজি, নাচবো হেথায়।

বঁধূর বাড়ির এ আঙিনায়
সবাই মিলে করবো রোদন,
চোখের খুনে বুক ভিজিয়ে
ফেলবো আজি, নাচবো হেথায়!

এমনি সে এক মাঠের পরে
ঠাঁই হয়েছে আজকে তোমার;
ভোরের মতোই যার সাঁঝেতে
আয়না-উজল রয় চারিধার।
এমনি মাঠের সব খানেতে
ফেলতে পারো তোমার তাঁবু,
কিন্তু তোমার তাঁবুর খুঁটি
হয় যেনো তা তোমার একার।

এমনি মুসলমান যে মোরা
সবখানেতে ফিরছি স্বাধীন;
ন' আসমানের এই আসরে
মোদের থাকার নেই কোনো চিন্!
দাও শিখিয়ে সেজদা এমন,
যার খুশিতে বুঝতে পারি
কোন্ সে খোদার মূল্য কেমন,
পুরান কে বা আর কে নবীন।

ফিরিংগি সব বুতগুলো-কে
জানাও তুমি শেষের সালাম;
কারণ ওদের পানের নেশা
এক সাগরে হয় না তামাম!
প্রসার করো দৃষ্টি তোমার
ফারুকের ওই দৃষ্টি যেমন;
বাড়াও কদম নতুন ধরায়
নাও হাতে নাও যুগের লাগাম।

জাতির খেদমতে

চাইছো কেনো আমার কাছে
বিরাট কোনো জ্ঞানীর বচন;
সবাই জানো আমার স্বভাব,
আমি হলাম প্রেমিক সুজন।
এই বাগিচার যতেক লালা,
ওদের চোখের গোপন আঁসু,
শিশির সম কণায় কণায়
এর মাটিতে করছি বপন।

এক.
খোদায় নিয়ে দিলের মাঝে চলোরে মুস্তফার পথে।

নতুন চাঁদের মতোই তুমি
ঘুরতে থাকো তোমার পথে।
চড়তে থাকো দিবস নিশি
দূর নীলিমার উদার পথে।
চাও যদি আজ গাইতে তোমার
ন্যায় অধিকার এই ধরাতে,
খোদায় নিয়ে দিলের মাঝে
চলো রে মুস্তফার পথে।

ঢেউয়ের মতো উতাল আমি
সাগর বেলায় যাই গড়িয়ে;
মোতির মতো নিজের দেহে
নিজেই আমি যাই জড়িয়ে;
ভয় করিনে একটুকু তো
নমরুদের এই চোখ রাঙানি,
কাবার এ ঘর সম্মুখে ওর
ঠিকই আমি নেই গড়িয়ে।

এই আসরে আমায় সাকী
দাও সে বড়ো পান-পিয়ালা;
মাতাল করে দাও ভুলিয়ে
দুই জাহানের যতেক জ্বালা।
মাতাল যারা তারাই জানে
জগৎলীলার আসল মানে,
মুল্লাজীদের মগজে নেই
দীন দুনিয়ার ভেদের পালা।

দাও খুলে এই ঘোমটা, সাকী
দেখবো ও মুখ দু'চোখ ভরে;
ওর লাগি তো দু'চোখ দিয়ে
বুকের খুনের অশ্রু ঝরে।
বাজাও সে সুর, যে সুর শুধু
পুবেই আছে, পশ্চিমে নেই;
গাওরে সে গান, যে গান বলে
নেই কোনো ভয়, মোদের তরে।

প্রকাশ করো তোমার বুকের
তকবীরের ঐ উদার ধ্বনি;
তোমার কালো এই মাটিতে
বুলাও আপন পরশ মণি।
নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে
শক্ত হয়ে, বাঁচতে শিখো,
তোমার কপাল তুমিই গড়ো
দূর করো ওর সকল শনি।

খুদির জোরেই মুসলমানের
ঘটতে পারে পূর্ণ বিকাশ;
খুদিই যদি যায় হারিয়ে
তাইলে সে তো অন্যেরি দাস।
নিজকে যদি এই দুনিয়ায়
সত্যিকারের আপন ভাবো,
তাইলে তোমার অবহেলায়
সেই আপনের ঘটছে বিনাশ।

সত্যিকারের মুসলমানই
চিনতে পারে নিজকে ভালো;
সব সাগরে মোতির মতো
জ্বালতে পারে গুণের আলো।
তাই তো যারা বুঝতে নারে
নিজের গুণের কদর কী যে,
নিজের পায়ে কুড়োল মেরে
নিজের মুখই করছে কালো।

বিশদ করে দিলাম বলে
তোমার যতো ললাট-লিখন;
নিরাশ কেনো, নেও না তুমি
মুস্তফার ঐ পথের শরণ।
সত্যি যদি করতে না রো
আমার কথায় ভরসা কোনো,
ধর্ম ছেড়ে দিলেই পারো
মরতে পারো বেদীন-মরণ।

তুর্কীরা সব খুলতে পারে
সকল দিকের বন্ধ দুয়ার;
গড়তে পারে শহর নগর
করতে পারে সকল ব্যাপার।
তোমরা শুধু রইবে বসে?
নিজের পায়ে দাঁড়াও নিজে,
চেষ্টা করো, ধর্ম বা রাজ
এমনি তো তা নয় যে পাবার।

যে সব জাতির শুকনো মাটিয়
ঝরলো নতুন বৃষ্টিধারা;
কিন্তু তাতে শুধুই হলো
মাটির সোঁদা-গন্ধ হারা।
সেই মাটিতে ফুটতে পারে
লালার কলি, কিন্তু তাতে
রংচটা সব পাপড়ি মিলে
করবে লালার দফাই সারা।

দেয় তো খোদা রাজ্য ও মান
সেই জাতিরে এই ধরাতে,
নিজের ললাট-লিখন যারা
লিখতে পারে নিজের হাতে।
চায় না খোদা সেই জাতিরে
দেয় না সে তার মূল্য কোনো,
যে জাত শুধু ভাত রাঁধে আর
ভাত বেড়ে দেয় পরের পাতে।

রাযীর কাছে নাও শিখে সব
কোরান-জ্ঞানের তত্ত্বকথা;
তাঁর চেরাগের আলোক দিয়ে
বাড়াও দিলের উজ্জ্বলতা।
এর আগে মোর একটি কথা
করতে পারো গ্রহণ তুমি,
বাঁচতে হলে সইতে হবে
মাতলামি আর হৃদয়-ব্যথা।

দুই.
ব্যক্তিত্ব

লা-ইলাহা'র সংগে 'খুদি'
কেউ যদি যোগ করতে পারে;
তার পরশে শুকনো মাটি
প্রাণের দাহে ভরতে পারে।
এমনি লোকের নাগাল পেলে
ছেড়ো না তার সঙ্গ তুমি,
কারণ সেজন হাতের মুঠোয়
চাঁদ সুরুজে ধরতে পারে।

শুনরে নাদান, পয়লা নে তোর
আপন দিলের খবরদারি;
বাপ-দাদাদের মতন জমা
এই অকূলে কূলের পাড়ি।
সত্যিকারের মোমেন যারা
ভেদের কথা জানতে পারে,

'আল্লাহ ছাড়া নেই কিছু আর'
বুঝতে পারে মর্ম তারি।

তোর দিলেতে গোপন ঘায়ের
একটুকু যে নেই নিশানা;
মুসলমানি বুকের জ্বালা,
তোর বুকেতে দেয়নি হানা।
খুদিবিহীন যারা, তারাই
পান করে সে-নদীর পানি,
তুফান বলে কোন চিজেরে
যার জনমে হয়নি জানা।

তিন.
আমিই সত্য
'সত্য আমি' এই কথা তো
খোদাই শুধু বলতে পারে;
অপর কেহো বললে পরে
শূলে দেওয়া চলতে পারে।
একাই যদি কেউ বলে তো
সবাই মিলে শাসাও তাকে;
কিন্তু কোনো জাতি যদি
চায়, এ বাধা দলতে পারে।

'সত্য আমি' এই দাবি তো
সেই জাতিরই হকের কথা;
যার খুনেতে সবুজ হলো
বনের তরু, মাঠের লতা।
ফলায় যারা জাঁকজমকের
বিরাট মাঠে গুণের ফসল,
যাদের লাগি নয়টি গ্রহ
ঘুরছে নিয়ে উজ্জ্বলতা।

সকল জাতির মাঝখানেতে
অনেক উঁচুয় ওর ঠিকানা,
পথ চলাতে সেই দেখায়

সকল জাতে দিক-নিশানা।
কাজের বেলা চায় না আরাম
বেদম বেহুশ খাটতে পারে,
যতোই খাটুক ওর চোখেতে
আলসি ও নিঁদ দেয় না হানা।

হৃদয় জ্বালায় জ্বলছে সে যে
মশাল শিখার মতোই নিতি;
নেই হৃদয়ে 'কতটুকু' আব
'কেমন'-এর এই ধরার প্রীতি।
তার সাহসই খুলতে পারে
সত্য আমির বদ্ধ দুয়ার,
বলবে যখন 'হও' তখনি
'তাই হওয়া' যে তারই রীতি।

সেই তো শুধু উড়তে পারে
একাই উদার এই আকাশে;
স্থির রেখে তার দৃষ্টি চোখের
বনের শাখায় নিজ আবাসে।
চাঁদ তারা তার হাতের মুঠোয়
ধরতে পারে যেমন খুশি;
যুগের কপাল সেই তো লিখে,
কাঁদলে কাঁদে, হাসলে হাসে।

ফুলবাগিচায় বুলবুলি সে
গাইতে পারে মধুর স্বরে;
বনের শাখায় বাজের মতোই
তড়িৎ-গতি শিকার ধরে।
ওদের নেতা বাদশা হয়েও
গরীব হালে কাটায় জীবন,
ওদের ফকির গরীব হয়েও
বাদশা থাকে জীবন ভরে।

পুরান মদের সোরাই থেকে
নাও ভরে এই নও-পিয়ালা;

পাহাড় মাঠ আর ঘরের ছায়া
তোমার আলোয় হোক উজালা।
'মনসুরের' ঐ খেতের থেকে
চাও যদি নিজ ভাগের ফসল,
আল্লাহ ছাড়া নেই যে মহান,
তাই করে নাও জপের মালা।

চার.
সূফী ও মুল্লা
বেজায় খেপা মুল্লা সাহেব
তার গুণেরই করছি বাখান;
তার চোখেতে হেরা গুহায়
কবরখানায় নেই ব্যবধান।
এমনি যদি মুসলমানি
হয়, তবে ওর গুণের জ্বালায়,
কাবা ছেড়ে ভাগতে হবে
নাম-না-জানা দূর বিয়াবান।

শিকার তরে ফিরিংগি বাঘ
কাবায় মঠে দিচ্ছে হানা;
ভয়ের চোটে খানকা সবে'ও
খোদা নামের নেই নিশানা।
মুল্লাজীদের গুণের কথা
একটু খানি বলছি আরো,
বাঘের মুখেও বলবে, খোদা
পায় যেনো ও সুখের খানা।

মুল্লা সূফীর এই যে ধারা
গোলামগিরি এরেই বলে;
কোরান থেকে জীবনবাণী
পায়নি এসব নাদান দলে।
করবে কি আর আয়াতগুলি
তাবিজ লিখে বিক্রি করে,
'ইয়াসীন' সূরায় ওদের বিপদ
আসান করার দাওয়াই চলে।

শুনরে নাদান, রাখ এ কোরান
সম্মুখে তোর আয়না করে;
ছাড়বি নিজের কেউ যদি এর
উলটো করার বায়না ধরে।
পাল্লাতে তোল নিজের আমল.
নে মেপে ওর পুণ্য ও পাপ;
কিয়ামতের আগেই হাশর
করে নে তুই আপন ঘরে।

মুল্লাজী আর পীর সূফীরে
জানাও আমার ভক্তি সালাম;
কারণ ওরা শুনায় মোদের
নিতুই খোদাপাকের কালাম।
কিন্তু ওদের ব্যাখ্যা শুনে
খোদা বেকুফ, জিব্রাইলও,
রসুল নিজেও বুঝতে না রে
পাঠ করে এর হাজার বালাম!

ওয়ায়েজ সাহেব বলছে বুঝি
দোজখ শুধু কাফের নিবাস;
ওর চেয়ে তো অনেক ভালো,
কাফের দিলো কথার আভাস।
হায় রে গোলাম জানবে কিসে
নিজের দশা কেমন তা যে,
তাই তো সে আজ বলতে পারে
দোজখ শুধু পরের আবাস।

নিজকে চিনে, পোক্ত কাজে,
এমনি সে এক পীরের চেলা।
বাঁকা কথার কনুই দিয়ে
পীরকে দিলো বিষম ঠেলা।
বললো, তোমার ফকিরপনার
সার শুকিয়ে অকাল মরণ,
আর মাজারে দীপ জ্বালিয়ে
পরের দেয়া পিণ্ডি গেলা।

খিরকাধারী ফকির পিতা
বললো আপন ছেলের সাথে,
ভুলিসনে এই ভেদের কথা,
মিলবে না তোর জীবন পাতে;
যুগের যতো নমরুদেরে
তেল মাখিয়ে করবি খাতির,
ওদের দয়া পাস যদি তুই
ইব্রাহিমী মিলবে তাতে!

পাঁচ.

রোমী
নাও ঢেলে সেই মদ পুরানো
আবার আপন হাতের তলায় ;
জমশেদও যা পায়নি কভু
ঢালতে আপন পান-পিয়ালায়।
জালাল উদ্দীন রোমীর বয়েত
নাও বাঁধিয়ে আয়না দিয়ে
দাও টানিয়ে দেয়াল ভরে
তোমার আপন হৃদয়শালায়।

তাঁর শরাবের রং মাখিয়ে
নাও করে নিজ দিল উজালা;
যার পরশে নিছক পাথর
লাভ করে খোদ লালের লালা।
যার পরশে হরিণ লভে
বনের বাঘের সবল হৃদয়,
চিতার বুকে শিং ঢুকিয়ে
দূর করে নিজ হৃদয়-জ্বালা।

পেলাম আমি তার দাহ আর
হৃদয় জ্বালার একটুখানি;
তাইতে আমার আঁধার রাতে
দিনের আলোর ঝল্‌মলানি।

তাইতে দেখি কাবার মাঠে
ফিরছে হরিণ বাঘের মতো,
অধরকোণে কেমন ধারা
বাঘাহাসির বিজ্‌লি হানি।

প্রেমের দাহে আগাগোড়াই
পুড়ালো যে তার দেহের মাটি,
তাঁয় মিলনেও উঠলো ফুটে
বিরহের ঐ রংটি খাঁটি;
বাড়লো যে তার মোহন বাঁশির
করুণ সুরে প্রেমের শোভা,
মহান খোদার দীপ্ত তেজে
ভরলো যে তাঁর প্রেমের গাটি !

এই অকেজোর কাজের পথে
যতেক বাধা করলো সে দূর
পথের ধূলা পরশমণি
লাভ করে তাঁর পরশ মধুর।
আপন ভুলে বাজায় বাঁশি,
তাই তো সে তাঁর বাঁশির তানে,
প্রেমের দাহে ভরলো আমায়
মাতালপনায় করলো সে চুর।

খুললো সে মোর সম্মুখে তাঁর
গোপন দিলের দরজাখানি,
একটুকু মোর এই মাটিতে
রাখলো বিশাল জগৎ আনি।
তাঁর গুণেরই যাদুর পরশ
করলো আমায় এমনি মহান
আমায় পেয়ে চাঁদ সিতারা
উঠলো নেচে ভাগ্য মানি।

কল্পনা তাঁর করছে সুদূর
চাঁদ সিতারার খবরদারি;
দৃষ্টিতেও তার দূরের তারা

সুরাইয়াতে জমায় পাড়ি।
পাগলপারা আপন হৃদয়,
দাও ধরে তায় সম্মুখে তাঁর
পারার মতোই তাঁর শকতি
বুঝতে পারে বিমার তারি।

রোমীর কাছে নাও শুনে আজ
ফকিরগিরির ভেদের গাঁথা,
সেই ফকিরি যার লোভেতে
বাদশা পরে ছিন্ন কাঁথা।
যাও ভুলে এই ফকরেপনা।
দরবেশি আর মুল্লাগিরি,
যার কারণে ধরার কাছে
করলে নত তোমার মাথা।

যেই খুদিতে দেয় ভুলিয়ে
খোদার কথা এই ধরাতে;
তার চেয়ে তো অনেক ভালো
তাই, ফকিরি শিখায় যাতে।
প্রেমিক রোমীর চোখের আলোয়
পেলাম খুঁজে সেই ফকিরি,
যার খুশিতে বাঁধতে পারি
প্রেমের রাখী খোদার হাতে।

উজল শরাব গড়লো সে মোর
দিল-বাগানের এ আঙুরে:
মাতাল খুশি দিল মাখিয়ে
অনেকটা মোর আঁচল জুড়ে।
আমার কপাল সেই আগুনে
পুড়লো প্রথম, জ্বাললো যারে
রোমীর দিলের চক্‌মকিতে
সানাই আপন হৃদয়-পুরে।

ছয়.
ফারুকের পয়গাম

শুনো ও ভাই মাঠের বায়ু
আরব থেকে বইছো তুমি,
মাতাল হয়ে দূর মিশরের
নীলের ঢেউয়ে যাচ্ছো চুমি।
ওর তীরেতে ফারুকে থাকে,
বলবে তাকে, বলছে ফারুক,
ফকিরি আর সুলতানিতে
মিশলে হবে উজল ভূমি।

খিলাফত সে ফকির বেশে
তখ্‌ত-তাজের খবরদারি;
হায়রে এ ধন দু'চার দিনেই
দূর অকূলে জমায় পাড়ি।
কপাল গুণে পেলেই যদি
ভোগ করো তায় ফকির হয়ে,
নইলে তোমার বাদশাহি
শিগরি যাবে তোমায় ছাড়ি।

সত্যিকারের পুরুষ যারা
নিজেকে ভালো চিনতে পারে;
গড়তে পারে নতুন করে
অনেক পুরান এ ধরারে।
চারদিকে তার লোকের ভীড়ে
হয় তো জমে হাজার মফিল,
কিন্তু সেথায় রয় সে একা
বইতে আপন হৃদয়ভারে।

বুদ্ধি হৃদয়, সামনে ওদের
সকল দিকের দাও খুলে দ্বার;
যেথায় যতো শরাবখানা,
পান করে নাও শরাব সবার।

'এই সাগরের সকল দিকেই
চালাও তরী সাহস করে,
ভিজেই যদি ভিজুক দু'হাত
শুকনো থাকুক আঁচল তোমার'।*

সাবাস সে জাত নিজেই যারা
বইতে পারে নিজের বোঝা;
আকাশ পাতাল খুঁজেও যাদের
হয়নাকো শেষ মাণিক খোঁজা।
আকাশ তলে জাঁকজমকে
ওদের আলো এমনি উজল,
যেমনি উজল খাপের থেকে
বের হলো যে কৃপাণ সোজা।

লালমুখো আর নীলচোখো সে
তুর্কী মাঝি গাইলো কেমন,
বীণার তারে সুর বাজিয়ে
গানখানি তার মনের মতন,
'যদিই পড়ে সাগর পথে
ঘূর্ণি মাঝে আমার তরী,
বাঁচতে গিয়ে তুফান ছাড়া
অন্য কিছুর নিইনে শরণ।

মোদের মাটির এমনি স্বভাব
যায় ছাড়িয়ে সকল দেশে;
মোদের ললাট-লিখন ধরায়
ফিরবো সদাই নেতার বেশে।
আল-ফারূকের দিলের মাঝে
যে বীজ তুমি করলে বপন,
যাও দেখে তা মোদের বুকে
বাগান হয়ে উঠছে হেসে।

ঈমান ব'লে কোন চিজেরে

* শেষের দুটি ছত্র আমীর খসরু রচিত।

সত্যি যেজন জানতে পারে;
চোখের দু'টি দৃষ্টিকে সে
এক নিশানায় হানতে পারে।
রয় না যেমন দুইটি বাতির
আলোর মাঝে ভেদের রেখা,
তেমনি রাজ আর দীনকে সে যে
এক রশিতে টানতে পারে।

মুসলমান তো তাকেই বলি
করলো পরখ নিজকে যেজন;
করলো আপন পথের ধূলি
নীল আকাশের বুকের রতন।
বুকের মাঝে পুষছো যদি
আশার আগুন বাঁচাও তাকে,
ফুৎকারি তায় করতে পারো
তেমনি উজল, সুরুজ যেমন।

সাত.

আরবের কবিবৃন্দ
আরবের ওই গায়কদেরে
জানাও আমার হৃদয়বাণী,
প্রিয়াদের এই ঠোঁটের লালের
মূল্য আমি কমই জানি।
কোরান থেকে পেলাম যে প্রাণ
আলোর রূপে, তারই গুণে,
একশ' তিরিশ বছরের এই
রাতে ভোরের ঝলমলানি!

সেই প্রাণেরই করুণ টানে
হাহুর বিলাপ করনু জারি;
এক মুঠি এই মাটির মতোই
সাত মহলায় ভাবতে পারি।
প্রাণের তেজে ঝর্ণা ধারায়
করনু এমন উতালপারা,

হয় তো কভু সাগর সম
উঠবে তাতে ঢেউয়ের সারি।

তুমিও এই লোক দেখানো
ভংগি ছেড়ে দূর হয়ে যাও;
দোস্তি যদি চাও তো নিজের
দিলকে আগে দোস্ত বানাও।
দাও এনে এই বিরান বাগে
বুলবুলিদের পাখার আওয়াজ,
তোমার দিলে যে তেজ আছে,
মুসলমানে তার কিছু দাও।

মোদের খাকে দিল আছে আর
সেই দিলেতে ব্যথাও আছে;
রস বল তো, তাও আছে এই
অনেক দিনের পুরান গাছে
জ্ঞানের যাদুয় মুক্ত যদি
করতে পারো ফল্গুধারা,
জমজমও যে মুসলমানের
বুকেই আছে, দেখবে পাছে।

মুসলমান তো তাকেই বলি
খোদার খাঁটি বান্দা যেজন;
দিল হলো তার খোদার বুকের
রত্নখনির একটি রতন।
খোদার নুরে উজল হলে
দেখতে পাবে তার স্বরূপে,
যে রূপ সকল ধরার প্রাণে
ছড়ায় ভোরের আলোর মতন।

ওর মাটিতে দাও সে জ্বালা,
দাও সে দাহ, যার আগুনে;
ওর রাতের এই জমাট আঁধার
সুরুজ হবে আপন গুণে।
তোমার দয়ার পরশ মাখি

ওর প্রাণেতে বাজাও সে সুর,
যে সুর আবার করবে মাতাল
ওর শিরার এই জমাট খুনে।

খরিদ করা দিলের ব্যথা,
মুসলমানি বলছি তারে;
ইয়ার বঁধূদের দিলের তাপে
পারার মতো বুঝতে পারে।
জাতির লাগি দিলের সবই
দেয় বিলিয়ে মুসলমানে,
'আমিই জাতি' এ এক সুরে
বাজায় সদা দিল-বীণারে।

প্রাণের যতো ভেদের স্বরূপ
যার চোখেতে পড়ছে ধরা;
সেই তো কেবল দেখতে পারে
নিজের চোখে সকল ধরা।
সেই তো আপন দিলের তারে
এমন সুরের জাগায় কাঁপন
যার পরশে নতুন করে
প্রাণ ফিরে পায় সকল জরা!

তোমার আব ও খাকের মাঝে
যে গুণ আছে, বাঁচাও তাকে;
ওর খুশি আর জ্বালা তোমায়
মাতলামিতে মাতাল রাখে
দেখছি হেথা নিচটে খালি
এদের ওদের সবার হাঁড়ি,
শরাব আছে একটুখানি
কেবল তোমার দিলের তাকে।

দিল জ্বালানো এই পাহাড় আর
এই মাঠের এই আঁধাররাতি;
পাখীর গান আর জলের ধারা
নেই যে আজ ওর সাথের সাথী।

এই আঁধারে যায় না পথিক
মশাল শিখার আলোক হেনে,
হয় তো তুমি বুঝতে পারো
চাইছে ও তাই সুরুজ ভাতি।

খুব করে আজ মন লাগিয়ে
নিজের ললাট-লিখন পড়ো;
আসছে যে-দিন ওর ভাবনা
নিজের কাঁধেই বহন করো।
কাবার মাঠে আমার মতো
বাড়াও যদি নিজের কদম,
দেখতে পারো তোমার দিলের
মানিক যতো গোপনতরো।

আট.

হে মরুসন্তান

ভোরের বেলা আলোর ধারা
ভাসায় যবে মাঠ আর ঘরে;
গাইতে থাকে ভোরের পাখী
বসে খেজুর শাখার পরে,
মরুর ছেলে, জাগো, উঠাও
তোমার তাঁবু হও রওয়ানা,
পথ চলাতে যার খুশি নেই
সেই তো মরা জীবন ভরে।

গড়লো খোদা আরবদেরে
সকল জাতির পথ দেখাতে,
কারণ ওরা ফকির হয়েও
বাদশা ছিলো এই ধরাতে।
ফকির হয়েও যেজন পারে
শির উঁচিয়ে চলতে হেথা,
এই ধরারে উলট-পালট
করার তাগত তারই হাতে।

সে-সব রাতিই ভোরের আলোর
ঝলক তরে গুণছে প্রহর;
যার আঁধারের গুহার মাঝে
বুকের আলোর বইছে নহর।
ঘর ও মাঠের বাতাস লেগে
ভরলো ব্যথায় মন আর দেহ,
চাইছি পাহাড়-মরুর জাতি
নতুন করে গড়ুক শহর।

নয়.
তুমি কি জানো, এই ধূলিতে
ঘোড়-সওয়ার লুকিয়ে আছে।
নিজেকে পাওয়ার, নিজকে দেয়ার
আবার নতুন নিয়ম গড়ো;
মন লাগিয়ে ঠিক মতো ফের
নিজের কথার মূল্য ধরো।
বলছো কেনো কাব্য আমার
এমন হলো, হয়নি তেমন;
জ্ঞানের কিছু পাগলামি আজ
আমার থেকে গ্রহণ করো।

এ পাগলামি নেই বলে তো
বিরান হলো বাগানগুলি;
এ হট্টগোল ছাড়লো বলেই
সবাই গেলো নিজকে ভুলি।
যে হু'র প্রলাপ দিলাম ঢেলে
এই শহরে, ঠিক ছিলো তা–
এ পাগলামি, কিন্তু সবাই
জ্ঞান বলে আজ নেয় তা তুলি।

মোর ফাগুনের ভোরের বেলা
এই তো প্রথম ফুটলো লালা।
সইছি আমি দিবস নিশা
দিলের ক্ষতের দারুণ জ্বালা।
চোখ দিয়ে কী দেখবে বলো,

আমার একা থাকার ব্যথা,
হাজার গুলের এই মফিলে
সদাই আমি রই নিরালা।

ব্যস্ত পথের ধূলির মতোই
ব্যস্ত আমি, ঘুরছি সদাই;
বায়ুর পিঠে ঘর বেঁধেছি
নেয় যেখানে, সেইখানে যাই।
খুলবে আমার কপাল যবে
হায় কী খুশির দিন হবে তা,
যেদিন আমার এই ধূলিতে
জন্ম নেবে ঘোড়ার সিপাই।

সাবাস সে জাত কাজের ফাঁকে
ব্যস্ত যাদের দিনগুলি যায়;
কাজের বেলা শক্ত কঠিন,
দিলের বেলা নরম বেজায়।
প্রকাশ পেলো ওদের মাঝে
ভেদের যতো গোপন কথা,
জন্ম লভে ঘোড়ার সোয়ার
ওদের প্রতি ধূলির কণায়।

ঢেউয়ের মতো উতালপাতাল
করনু আমি দিলদরিয়ায়;
এমনি উতাল তুফান হয়ে
উঠনু মেতে ঘূর্ণি হাওয়ায়।
এর চেয়ে তো উজল কোনো
রং পড়েনি আমার চোখে,
তাই তো আপন বুকের খুনে
দিলাম এঁকে ওর চেহারায়।

তাঁর চাহনি ভরলো মদে
যেথায় যতো শূন্য হাঁড়ি;
দ্বিগুণ ধারায় নিল ভাসিয়ে
যেথায় যতো আশার ফাঁড়ি।

এমনি করে মাতালপনার
তুফানকে সে করলো সুলভ,
তাই তো আজি ঝর্ণাধারা
সাগর সাথে বাধায় আড়ি।

নেয় সে যবে চলার পথে
এই কাফেলার লাগামডুরি;
চলার বেগে গোপন পথেও
দেয় করে সে উজলপুরী।
আসমানের এই তারার গতি
এমনি খুলে বলতে পারে,
ন'আসমানে হাতড়ে যেনো
পায়ের তলায় দেয় সে ছুঁড়ি।

তোমার দয়ায় মহান করো
সেই সে প্রাণে এই ধরাতে,
এই কাফেলার আমীর সম
মহৎ পুরুষ জন্মে যাতে।
এমনি মহৎ মায়ের কোলের
গরব সে তো পরশমণি,
বেহেশতের ওই হুর-পরীরা
লাজ পেয়ে শির নোয়ায়-তাতে।

বুকের মাঝে বলছে যে দিল
অনেক আছে দিল-পিয়ারা;
সামান তোমার তৈরী করো
করবে এসে হরণ তারা।
আকাশ থেকে মৃত্যুবাণী
পশলো আমার কানের দ্বারে,
'ফুল যে ঝরে মাটির পরে
প্রিয়ার বুকেই হয় সে হারা।'*

---

* এই ছত্রটি লুতফুল্লাহ 'আজর' এর।

দশ.
খেলাফত ও শাহানশাহি
মুহম্মদের আলোর তেজে
পুড়লো আরব নিজের হিয়ে;
করলো উজল পুবের ধরা
তাঁর মশালের আলোক দিয়ে।
কিন্তু ওদের করলো বিনাশ,
পথ ভুলালো এই খেলাফত,
বসালো তাই মোমেনদেরে
শাহানশাহির তখতে নিয়ে।

খেলাফত সে এই ধরাতে
জানায় মোদের ঠিক-ঠিকানা;
শাহানশাহি মোদের তরে
বেহেশতের সে হারামদানা।
শাহানশাহি আগাগোড়াই
ধোঁকার খেলা ধাপপাবাজি,
খেলাফত তো বাঁচায় হেথা
খোদার আসল নাম-নিশানা।

জ্ঞানীর মগজ যায় ঘুলিয়ে
শাহানশাহির যাদুর খেলায়;
তাজ থাকে না, কমলিও নেই,
নিসটে ফকির শেষের বেলায়।
জলদি করে ওরাই দোষে
কপাল না-কি খেলছে জুয়া;
হায়রে বোকা, আনলো কে লূ
দখিন হাওয়ার ফুলের মেলায়।

এখনো এই ধরার মাঝে
আদম হয়ে রইলো গোলাম,
নিয়মবিহীন কাটলো জীবন,
একটি কাজও হয়নি তামাম।
এমনি ধরার গোলাম ফকির
চাইছে পানা, দাও তারে ঠাঁই,

তাদের মাঝে, যাদের দীনে
শাহানশাহি সত্যি হারাম।

যাদের চোখের দৃষ্টি হতে
প্রেমের নিঝর নিতুই ঝরে;
মাতলামি আর আশেকপনায়
চলছে যারা ওজন করে।
এমনি যারা বান্দা খোদার,
কিন্তু যেথায় আশার জগৎ,
সেথায় তাদের শাহানশাহির
নিশান উঁচু সবার পরে।

এগারো.

উসমানী-তুরস্ক

উসমানীরা নিজের দেশে
নিজেই হলো নিজের রাখাল,
সজাগ আছে হৃদয় ওদের
চোখেও আছে দৃষ্টি ধারাল।
ফিরিংগিদের শিকার জালে
আটকেনি তায় গরব কোথায়,
কারণ ওদের যাদুর জালে
আটকে গেছে, নেই সে খেয়াল।

সাবাস জোয়ান, যাদের হাতে
ভাঙ্গলো ওদের যাদুর খেলা,
মিঠে কথার ধোঁকায় যারা
ফিরিংগিদের হয়নি চেলা।
নিরাশ হয়ে লাভ কী বলো,
চেষ্টা করে নিজকে চেনো,
ভয় কি হেথায়, আগেও ছিলো
সত্যিকারের পুরুষ মেলা।

তুর্কীরা সব কোথায় পেলো

এমনি তাজা আশার বাণী;
ওদের কাজের ধারাই যেনো
বদলে গেছে অনেক খানি।
কিন্তু ওরা দেখছে যাদের,
মুসলমান কি ওদের বলে,
খুললো যারা গোপন ভালের
সকল কালো নেকাব টানি!

বারো.

জাতীয় মেয়েরা

জাতির মেয়ে দাও ছেড়ে এই
মন ভুলানোর সস্তা পেশা;
মুসলমানের মেয়ে কিগো
সাজে এমন বেদীন নেশা!
রং লাগিয়ে রং ফুটানো
এর কি আছে ভরসা কোনো,
মিটাও চোখের দৃষ্টি দিয়ে
তোমার জাতির রূপের তৃষা।

তোমার চোখের দৃষ্টি সে তো
খোদার দেয়া ধারাল ছুরি;
এক টানেতে দাও ফাঁসিয়ে
মিথ্যা অহমিকার ভুঁড়ি।
কাটতে পারো এই ছুরিতে
কোমল কঠিন সকল হৃদয়,
শাণের বেলা দাও যদি তায়
লাজের বেলেপাথর জুড়ি!

এই জামানার হৃদয় বেলাজ
একেবারেই ঘোমটা ছাড়া:
রং মাখিয়ে সং সাজিয়ে
সব দেখানো এরই ধারা।
খোদার নূরে উজল ধরা,

তাই দেখে তো শিখতে পারো,
এমন উজল, তবুও তাঁরে
দেখতে কি পায় চোখের তারা!

মায়ের মধুর পরশ, সে যে
বাড়ায় আয়ু এই জগতের;
মায়ের স্বভাব দেয় খুলে দ্বার
সকল শুভ অনাগতের।
এমনি এ এক মহান বাণী
যাদের জ্ঞানের ভান্ডারে নেই,
এই ধরাতে ঠিক থাকে না
তাদের পথের, তাদের মতের।

জ্ঞান আর গুণের এ পাগলামি
আমায় দিলো তেমনি সে এক
মায়ের উদার চোখের ভাষা,
তাই তো আমি শিখনু অনেক।
পাঠশালাতে পাইনি আমি
চোখ আর দিলের খোরাক কোনো,
কারণ সেথায় শিখায় যা, তা
কাকেরে দেয় ময়ূরী-ভেক।

সাবাস সে জাত, যাদের কাছে
সকল কাজের এমনি ধারা;
কাজের শুরুই বলতে পারে
কোথায় হবে শেষটা হারা।
সামনে ওদের আসুক যা আর
ঘটুক যা, তা বুঝতে পারে,
ওদের মায়ের কপাল মাঝে
রয় ফুটে তা উজলপারা।

এই ফকিরের একটি কথা
করতে পারো গ্রহণ যদি,
হাজার জাতি গেলেও পরে
তোমরা রবে শেষ অবধি।

এই জামানায় নিজেকে রাখো
মা ফাতেমার মতো গোপন,
করবে তাতে তোমার এ কোল
হুসেন সম ছেলের গদি।

মোদের সাঁঝের এই আঁধারে
আনো ভোরের উজল ভাতি;
কোরান পড়ো তাদের কাছে
বুঝবে যারা নেশায় মাতি।
জানোই তো সব, তোমাদের এই
কোরান পড়া দেয় পুড়িয়ে
'উমর' সম পাষাণ হৃদয়,
উজল করে আঁধার রাতি।

তেরো.

বর্তমান যুগ

এই জামানার কেমন ধারা
ধর্ম করে গিল্লা যে ওর;
ভরলো হাজার গোলাম দিয়ে
আজাদপনার কিল্লা যে ওর।
মানুষকে ও নিংড়ে নিয়ে
ভরলো আপন লোভের হাঁড়ি,
খেললো হাজার ধোঁকার খেলা,
নেই তো কোনো হিল্লা যে ওর।

দৃষ্টি যে ওর ঘুরছে সদাই
নিসটে বেলাজ বেদীনপনায়;
শেষ হলো ওর কারুকাজের
পুতুল গড়ে 'আজর' বনায়।
ওর বাজারের সকল ঘাটে
মানুষ বেচে, মানুষ কাটে,
ব্যবসারূপী দেবতা যে ওর
নাচছে জুয়া-সাপের ফণায়।

জোয়ানদেরে শিখায় যতো
হুজোগনার কেলেংকারি
শয়তানির এই মাতাল রাতি
ওর আলোতে উজল ভারী!
মশাল শিখার মতোই আমি
ওর আঁচলে যাই জড়িয়ে,
নেই তো তবু একটু জ্বালা
একটু আলো, ঘোর আঁধারি।

মুসলমানরা ফকির হয়েও
বাদশা ছিলো এই জগতে;
হৃদয় ওদের দিল বিছিয়ে
খোদা, মানুষ সবার পথে।
কিন্তু এ যুগ শয়তানি আর
বাদশাগিরি, দুটোই জানে,
নিজকে বাঁচাও এমন যুগের
ধোঁকার সকল ফুকার হতে।

কী লাভ বলে তোমার নাচন
এমন কেনো, তেমন নহে;
শুকনো পাতার নাচন, এতো
নয় সে খুশি, হৃদয় বহে।
পায়ের জোরে মারবে লাথি
ফিরিংগিদের নকলপনায়,
তেমন কোনো মাতালপনা
নেই যে তোমার খুনের দাহে।

চৌদ্দ.

ব্রাহ্মণ
আনলে ডেকে নিজের পরে
সর্বনেশে হাজার বিপদ;
দুই পথেতে চলতে গিয়ে
নিজের মাথায় তুললে দু'পদ।
ব্রাহ্মণেরা পুতুল হয়ে

নিজেই আছে তাকের পরে;
তাকের পরে কোরান রেখে
করলে তুমি পোকার রসদ।

ব্রাহ্মণেরে বলবো কী আর,
বুঝতে না রি কিসের তরে,
কিস্মতী সব পাথরগুলো
কেটে হাজার টুকরো করে।
হয় তো এতে বাড়ছে ওদের
হাত আর পায়ের শক্তি কিছু,
আঁকতে গিয়ে খোদার মুরত
শক্ত কঠিন পাথর পরে।

ব্রাহ্মণেরা নিজের কাজে
সবার চেয়ে অধিক সেয়ান;
বলবে না সে কারোর কাছে
নিজের গোপন ভেদের গেয়ান।
আমায় এসে বললো শুধু
ছাড়তে আমার জপের মালা,
নিজে কাঁধে পৈতা নিয়ে
করতে নিজের পথের ধেয়ান।

ব্রাহ্মণ এসে বললো আমায়,
'যা তুই পরের দরজা থেকে,
সবাই ভাল তাদের লাগি
দেশকে যারা দেখতে শেখে।
হাজার পুতুল এক মঠেতে
আটকে থাকে যাদুর বলে,
দু'মুল্লা এক মসজিদেতে
থাকতে গেলে যায় যে বেঁকে।

পনের.

শিক্ষা

দেহের তেজ আর মনের জ্বালা,
রয় যা টিকে সকল কালে;
জীবনঘোড়ার সেই তো চাবুক;
চালায় ওরে দুলকি চালে।
সবাই নিজের বাচ্চাদেরে
শিখাও সে তেজ আর সে জ্বালা,
ও ছাড়া বই পাঠশালাতে
জনম যে দেয় ভেড়ার পালে!

শিক্ষা হলো হৃদয়হীনের
ভাত কাপড়ের উপায় শুধু;
তাই তো ওদের বাড়ছে কেবল
মুখের হাসি, চোখের মধু।
এমনি বেজান মুখ আর চোখে
কী লাভ হবে ওদের তরে,
এর চেয়ে তো সে দিল ভালো,
দুই ধরা যার হয়নি বঁধূ!

একটুকু নেই খোদার গরজ
তেমন কোন মোমেন লাগি,
যার দেহের ওই আঁধার মাঝে
প্রাণের আলো রয় না জাগি।
বন্ধুদের এই পাঠশালাতে
একটি ছেলেও হয় না সেয়ান,
তাই তো আমি ওদের থেকে
সদাই দূরে রইনু ভাগি।

শুনবে যদি আমার কথা,
বলতে পারি, কানাই ভালো,
তেমন কোনো দু'চোখ থেকে,
ভুল করে যার চোখের আলো।
আবার বলি, সরল সহজ

নাদান ভালো দানার চেয়ে,
বেদীনপনার অসার মোহে
জীবনরে যে করলো কালো।

আকাশ জুড়ে তোমার খেয়াল
ঘুরছে তাতে কী লাভ হবে;
মাটির পরেই ফিরছে ধূলি,
তারাগুলিই ঘুরছে নভে।
মেঘের থেকে ঝরলো যে জল
বায়ুর তাড়ায় ঘুরবে কেবল,
পথ হারাবে অনেক বারই
মাটির পরে পড়বে যবে।

ব্যাভার দেখেই যায় যে বোঝা
নাদান কে না আর কে দানা;
সাবাস তারে, আপনি থেকেই
যার হলো সব ব্যাভার জানা।
তেমনি কোনো মুসলমানের
ছেলের সাথে নেই পীরিতি,
জ্ঞান পেলো যার চোখের আলো,
ব্যাভার হলো নিছক কানা।

ছেলে-মেয়ের ধরন দেখে
নিরাশ হওয়া শুধুই মিছে;
ভয় কি, যদি নাই পারে সব
ছুটতে সকল জ্ঞানের পিছে।
পাঠশালাতে পড়াও যারা
দেখবে শুধু পরখ করে,
দিল আছে কি নেই তা ওদের
কোমল কচি বুকের নীচে।

জ্ঞান ধরমের সকল কথা
শিখাও আপন বাচ্চাদেরে
চাঁদ-সিতারার মতোই ওরা
উজল হয়ে উঠবে বেড়ে।

যুগের হাটে দাও যদি আজ
ওদের হাতে জ্ঞানের পুঁজি,
'য়দ-ই-বয়যা' সমান তা যে
করবে ও হাত চমক মেরে।

ফুলবাগিচার বুলবুলিদের
গীতের পালা গেল ফুরিয়ে;
লালার খুনে সেই পুরানো
দহনজ্বালা গেল জুড়িয়ে।
হায়রে এ জ্ঞান এ পাঠশালায়,
কিসের গরব করছো শুনি,
দেয় বা না দেয় একটি রুটি,
প্রাণের সোনা নেয় কুড়িয়ে!

খোদা আমার, দাও, করে দাও
এই ফকিরের দিল উজালা;
ওর খুনেতে দাও ফুটিয়ে
সবার বুকে দিলের লালা।
পাঠশালাতে পড়ছে যারা,
তাদের তরে করছি দোয়া,
রুটির লাগি নেয় না যেনো
পরের দেয়া বন্দীশালা।

লা-ইলাহার বিপুল ধনে
করলো যেজন নিজের পুঁজি,
পাঠশালা আর মুল্লা সবার
বাইরে সে পথ নেবেই খুঁজি।
এই ধরম ওই জ্ঞানের পরে
ভরসা করো কেমন করে,
বঁধূর দিল আর বঁধূর চোখে
মোদের থেকে নেয় যা যুঝি!

দেখছো যবে পথের ডাকাত
পথিক দলে করলো হনন,
কী লাভ পুছে উচিৎ কি না

পথিক সবার এমনি নিধন!
নয় নিরাপদ শিখছো যে জ্ঞান
এও এমনি ডাকাত সমান,
এও পারে এক জাতির প্রাণের
আনতে ডেকে অকাল মরণ।

সাজ-পোশাকে দেখতে ভালো
গাইতে পারে মধুর গাঁথা,
চোখ দু'টি তার বাঘের মতোই,
খুনের জোশে তেমনি তাতা।
এমনি যুবা শিখলো যবে
পাঠশালাতে বিদ্যে ভেড়ার,
ভেড়াই হলো, মিললো না তায়
শুকনো ঘাসের একটি পাতা।

মরুর পথে চলতে গিয়ে
উটনীকে তার বাচ্চা বলে,
চারদিকেতে নেই তো খোদা,
কোথায় থাকে কোন্ নিরালে?
উটনী বলে, দেখতে পাবে
বালুয় যখন পা ফসকাবে,
সকল উটই নিজকে দেখে
আর খোদাকে সে হাল হলে।

ষোলো.

জীবিকা অন্বেষণ

কী লাভ উড়ে নীল আকাশের
মিনার থেকে দূর মিনারে;
বাজের রাজাও পায় না কো ঠাঁই
এমনি বিশাল ঘোর পাথারে!
শিকার করার তাগত সে তো
এক মুঠি এই পালক ক'টি;
তাই তো ভালো বাজের লাগি,
থাকতে আপন নীড়ের ধারে।

নিজকে দেখো পরখ করে
নিজের জ্ঞানের দু'চোখ দিয়ে;
এই দু'চোখের দৃষ্টি সে তো
শাসন করে তোমার হিয়ে।
এই দু'চোখের দৃষ্টি সে যে
খোরাক যোগায় তোমার লাগি;
বাইরে শুধু দেখেছে সবাই
চেষ্টা তোমার হাতে পা নিয়ে।

সতেরো.

কুমীর নিজ বাচ্চাকে

কেমন ভালো বললো কুমীর
নিজের ছোট বাচ্চাটিকে,
মোদের দীনে হারাম বলেই
তীরেতে কেউ রয় না টিকে।
তাই এড়াবি সাগর বেলা
ঢেউয়ের সাথে খেলবি খেলা,
তাইতে পাবি তোর নিবাস এই
সমুদ্দুরের চতুর্দিকে।

সমুদ্দুরের অতল জলে
ডুব দেয়া তোর বুকের আশা,
ঝাঁপ দিতে ঘোর তুফান মাঝে
বলছে যে তোর খুনের ভাষা।
উতালপাতাল ঢেউয়ের বুকে
থাকতে যদি পারিস রুখে,
দেখতে পাবি তোর ভয়েতে
কাঁপছে সকল জীবের বাসা।

আঠারো.

উপসংহার

কইনি কোনো সাকীর কথা,
পান-পিয়ালার গুণের বাখান,

প্রেমের কথা বলতে গিয়ে
ভয় করিনি তিল পরিমাণ।
শুনছি যা সব নিজের কানে
জাত গুণীদের মাতাল গানে,
সখ করে আজ তার কিছু তাই
পাগল সম করছি বয়ান।

নিজের দিকে নিজকে ফিরাও,
ফের হাতে নাও দিলের ডুরি;
নিজের বুকের মাঝখানেতে
নাও গড়ে নিজ আবাসপুরী
ঘামের সাথে খুন বহায়ে
আবার এ খেত আবাদ করো,
বীজ তো আমি বুনেই গেলাম,
ফসল কাটার দাও মজুরি।

কাবার কথা বলছো যদি
চোখ আর দিলের কেবলা তো সেই;
ওর 'তওয়াফে' হয় যে 'তওয়াফ'
মঠ-মিনারার লেশ তাতে নেই।
আমরা আর এই খোদার ঘরের
মাঝখানেতে এমনি লীলা,
জিব্রাইলও বুঝতে না রে
কল্পনা তার হারায় যে খেই।

মানুষের খেদমতে

মানুষ তারেই বলা যায় যে
সব মানুষে বাসছে ভালো;
চামড়া দেখে করছে না ভেদ
কেউ বা সাদা, কেউ বা কালো।
সেই জেনেছে এক কথা সার
মানুষ তো নয় হেলাফেলার,
সেই বুঝেছে সকল মানুষ
এক বাতিরই অনেক আলো!

– জাবীদ নামাহ

ভূমিকা

এক.
দাও, সাকী দাও সেই পুরানো
শরাব ভরা পান পিয়ালা;
পান করে তায় খানকাহী পীর
জোয়ান সম হোক উতালা।
দাও সে সুরের পরশ, যাতে
জ্বালতে পারি সুরের আগুন,
এক ফুঁয়েতে বাঁশের বাঁশী
মশাল সম হোক উজ্জালা।

খানকা-গুহার আঁধার হতে
আলোর মাঝে বের হয়ে যাও;
ভোরের বায়ুর উদার ছোঁয়ায়
বুকের কপাট-খিল খুলে নাও।
রং ও বু-এর এই যে ধরা

মাতাল গানে আপন হারা,
ওর মাঝে এক পাখীর মতো
তোমার আপন সুর ভরে দাও।

দুই.
আনলো সময় অনেক বিপদ
ফের তা নিয়ে উধাও হলো,
শয়তানি ওর বগল তলে
জন্ম নিলো আবার মলো।
চেঙ্গিজি ওর গোরের সমান
করলো দুশ বাগদাদেরে,
মারলো অনেক, মরলো নিজে-
বাকী কে আর রইলো বলো!

আসছে কালের আশায় মাতি
অনেক লোকই দেখলো স্বপন,
মরলো তারা গতকালেই
ওর সাথে আর হয়নি মিলন।*
সাবাস তাদের, আনলো যারা
আজকের দিনের আঁচল ভরে
হাজার হাজার নতুন কথা,
নতুন কাজ আর নতুন জীবন!

তিন.
বুলবুলিদের করুণ সুরের
নেই কোনো রেশ তোমার গানে;
তোমার দেহে নেই চেতনা,
নেই যাতনা তোমার প্রাণে।
এই বাগানে ফুল তোলা তো
তোমার তরে হয়নি হারাম,
তবু তোমার হাতের কোথাও
দাগ পড়েনি কাঁটার টানে।
নিজের পরে নিজকে জড়ান,
'আত্মপ্রণয়' নাও তা জেনে;
নাও শিখে সে 'হৃদয় জ্বালা',
নখ দিয়ে বুক ছিঁড়তে টেনে।
চাও যদি তো দেখতে পারো
খোদায় তোমার দু'চোখ দিয়ে,
পয়লা দেখো নিজকে তোমার
নিজের চোখের সামনে এনে!

সময় তোমায় দেয়নি সুযোগ,
দাও ছেড়ে এই পুরান ধুয়া!
বাধাই যেজন করলো না জয়
গরব যে তার নিসটে ভুয়া!
এও জানো না, ঝর্ণাধারা
পাহাড় থেকে উছলে পড়ে,
পাথর যতোই আঘাত করে
পায় সে ততোই মধুর ছোঁয়া।

বললো ভালো এক কবুতর
নিজের ছোট বাচ্চাটিকে,
'রেশমী নরম এমনি মেজাজ
জীবনরসে করলো ফিকে।
মনের সকল জোর দিয়ে তুই
বলতে পারিস 'ইয়াহু'
ছিনতে পারিস বাজের মুকুট,
ছুটতে পারিস দিক্‌বিদিকে।

সবার পরে ছিলো আসন
সেখান থেকে নামলে নীচে;
সবার নীচে যাদের বসত
ঘুরছো তুমি তাদের পিছে।
আসলে তুমি বাজ, সে কথা
বুঝতে পাবে তখন কেবল,
নিজকে ভালো বাসবে যবে,
নইলে সবে সবই মিছে।

নিজকে পাবে যে দিন ফিরে
কেমন খুশির দিন হবে তা,
গরীব সবায় সত্যিকারের
আমীর বানায় এই ভবে তা।
চিরকালের জীবন সে তো
যার পাওয়া ঠিক ঈমান মাঝে,
কল্পনা আর এই অনুমান,
সুপথ বলে দেয় কবে তা!

আমার মতো তুমিও নিজ
পরিচয়ের পাওনি দিশা,
সুখের সে খন কাটবে যখন,

নিজকে না-জানার এই নিশা।
আমায় দিলো কাফের করে
নিদারুণ এই পেটের জ্বালা,
তোমায় দিলো কাফের করে
শুকনো পুঁথির জ্ঞানের তৃষা!

কেমন ভালো বললো সে উট
নিজের ছোট বাচ্চাটাকে,
সেই তো ভালো, যেজন নিজের
কাজের সঠিক খবর রাখে।
অনেক কালের পথচলা মোর
মরুর বুকে, তাই তো বলি,
নিজের বোঝা নিজের পিঠে
বইবি, তা যেন স্মরণ থাকে।

চার.

ফিরিংগীদের জ্ঞানীর বচন
পড়ছে মনে আজকে আমার,
বলছিলো সে অনেক কথা
হেথায় থাকার আর না থাকার।
কিন্তু তোমায় বলছি আজি
শুদ্ধো দু'টি মনের কথা,
বলছিলো তা আমার কাছে
এক বুড়ো এই পুবের ধরার।

'শুন ওরে তুই পড়লি কতক
বেরসিকের কথার ফাঁদে,
একটুকু এই দিলের লাগি
সব দেহ তোর ব্যথায় কাঁদে।
মুল্লাদের এই কচকচানির
চেয়ে অনেক ভালোই হবে,
খানিক যদি বসতে পারিস
গুণীর কাছে মনের সাধে।'

পাঁচ.

দেখছো যা এই বস্তু কি তা,
কিংবা শুধুই জ্যোতির বিকাশ?
মোদের যতো জ্ঞানীরা সব

ব্যাখ্যা কী এর করলো প্রকাশ?
এমনিতে তো লিখলো তারা
গাধার বোঝা অনেক কিতাব;
কিন্তু তাদের দিলের কোঠায়
এর কিছুরই নেই যে আভাস!

কুড়োল দিয়েই আঘাত করো,
দাও ধসিয়ে পাহাড়টিরে,
সময় তোমার নেই যে মোটে
হাজার বাধা আসছে ঘিরে।
যতেক জ্ঞানী, এ এক কথা
ভাবতে তাদের কাটলো জীবন,
ফুলকি বেরোয় কুড়োল থেকে,
কিংবা বেরোয় পাথর চিরে!

এই নিরাশার ঘোর আঁধারে
নাও হাতে ফের আশার বাতি;
সেই পুরানো হাহুর জপে
হৃদয় তোমার উঠুক মাতি।
এই দুনিয়ার চারদিকেতে
নিজেকে তোমার হারান মানা,
নিজের মাঝে পাও নিজেরে
দাও ভেঙে এই দিকের পাঁতি।

নিঝুম হলো দিলদরিয়া
তোমার ডাকে দেয় না সাড়া;
তবু তোমার একটি মাণিক
ওর বুকেতে সবার বাড়া।
হে ঢেউ তুমি আগলে রেখো
নিজ খুশির এ মাতালপনা;
কারণ তোমার খুশিই দানে
এই সাগরে ধনের ভারা।

ঠিক হবে এই দুই ধরারে
আনলে টেনে নিজের দিকে;
নিজকে ছেড়ে ভাগলো যেজন
জানলো না সে ঠিক বে-ঠিকে।
পুরান দিনের আলোয় দেখো
তোমার আপন নতুন দিনে,
কারণ পুরান নতুন থেকে

করলে পৃথক রয় না টিকে।

মোদের কাছে করলে প্রকাশ
লাল হয়ে তুই নিজকে লালা;
বনের সবুজ শাখায় এনে
খুললি আপন রূপের ডালা।
লাগলো সে কোন্ যাদুর পরশ,
ফুটলো লালা, বলছে সবাই,
শাখায় যবে গোপন ছিলি
কেমন ছিলি, কোন্ নিরালা?

ছয়.

পুরুষ যারা দুঃখ ব্যথায়
ভয় ভাবনায় কাঁদবে কেনো!
কালের থাবা যাদের বুকে
বিঁধছে, এরা নয় যে হেনো।
ভাবছো কিসে কান্না তোমার
কান্না ওদের এক সমানই,
পুরুষ যারা প্রাণের নেশায়
মনের জ্বালায় কাঁদছে যেনো!

দুঃখ বাধা করলো যে জয়,
ভেবো না তার মরণ হবে;
দেহের বিনাশ হয় যদি বা
খ্যাতি তো তার অমর ভবে।
এমনি মহান মরণ তোমা
মরতে হবে, নয় তো তুমি
মরতে পারো যেমন খুশি
যে কোন এক মৃত্যু লভে!

দেহই যদি বুঝতে নারে
তোমার প্রাণের গোপন ব্যথা;
তাইলে ভরা শাওন মাসে
ঝরবে তোমার গাছের পাতা।
ভয় পেয়ো না দুঃখ-ব্যথায়,
সাহসে বুক বাঁধতে শিখো,
সাহস আছে যার বুকেতে
দুঃখ তো ঠাঁই পায় না সেথা।

জ্বলছে মোদের প্রতিটি শ্বাস
অনেক ব্যথার আগুন লেগে,
সকল ব্যথার মাঝেই আছে
বে-রসিকের মূর্তি জেগে।
কিন্তু যদি বুঝতে পারো
বর্তমানের মূল্য অসীম,
তাইলে পারো ভবিষ্যতের
স্বপ্ন ছুঁড়ে ফেলতে বেগে।

তারাই যুবা পুরুষ যারা
নিজ বুকে নিজ দিল রয়েছে;
কাপড় ভিজান ছাড়াই অনেক
সাগর সাঁতরে পার হয়েছে।
চোখের জ্যোতি হয় তো পারে
মাতাল হয়ে উঠতে নেচে,
কিন্তু তোমায় ভাবতে হবে
হেথায় বঁধূর দিল্ রয়েছে!

কাতর হলো মোদের হৃদয়
এমনি সেসব দুঃখ জ্বালায়,
যার মূলে এই ধরার প্রতি
বিরাগ হয়ে হৃদয় পালায়।
হায়রে মোরা জানবো কিসে
তেমনি শিরীন ব্যথার বিষে,
বুদ্ধি রে যা উঁচু থেকে
উঁচুর দিকেই শুদ্ধো চালায়।

আর বলো না মোদের কাছে,
'খোদাই মোদের করলো এমন,
জামায় কোনো লাগলো ধূলি
ঝাড়তে পারো তুমিই যখন।
উলট-পালট দাও করে এই
ধরায়, কারণ এর জুয়াতে
কাপুরুষরা জিতছে বাজি,
পুরুষরা হার করছে বরণ।

সাফ করে নাও হিংসা ও দ্বেষ
তোমার বুকে জমছে কালি;
ঘরের ধোঁয়া খিড়কি দিয়ে
বের করে ঘর রাখবে খালি।

চাষ করছো দিলের জমি
খাজনা দেবে আবার কাকে;
খোদাই তোমার গাঁয়ের মালিক,
জালেম যতোই দিক্ না গালি।

রাত এলো তার আঁচল ভরে
অনেক ভোরের কুসুম নিয়ে;
করলো উজল দুই ধরা তাঁর
তারার আলো ঝিকমিকিয়ে।
সত্যিকারের পুরুষ যারা,
তাদের কথা বলবো কী আর,
মৃত্যু যবে আসছে তাদের
হাসছে তাঁরা মিটমিটিয়ে!

সাত.

'শুনছো ও ভাই ভোরের বায়ু'
শিশির ডেকে ভোর বেলা কয়,
'তোমার দয়া করছি আশা
জানিনে ভাই হয় কি না হয়।'
'যাপন করে ফুলের বাসর
হৃদয় হলো ব্যথায় কাতর,
তাই তুমি বও, ঘাসের পাতায়
ঝরবো আমি, যায় যে সময়।

আট.

হৃদয়
হৃদয় হলো তেমনি সাগর
কূল কিনারার ধার ধারে না;
হাঙ্গরও ওর ঢেউয়ের ভয়ে
কাঁপতে থাকে আর পারে না।
হাজার মুখে স্রোতের ধারা
বেরোয় যবে পাগল পারা,
এক মুখই ওর গিলতে পেলে
সকল আকাশ, তায় ছাড়ে না।
হৃদয় মোদের জ্বলতা আগুন,
মোদের দেহ তারই ধোঁয়া;
জ্বলছি মোরা দিবস নিশা
লাভ করে তার তাপের ছোঁয়া।

পারার মতোই যায় ছড়িয়ে
ও তাপ-কাঠির সকল হিয়ে,
কাতর যবে ওর স্মরণে
দুপুর রাতের নিঘুম শোয়া।

সময় যে ওর অনেক কথাই
তুলবে ধরে সামনে তোমার,
বলবে, ওরে বাসলো যারা,
তারাই হলো ফকির ধরার।
হয় তো এ ঠিক, এই ফকিরি,
সুলতানি এই, দিল তোমারই,
আগলে রেখো, সাগর যেমন
আগলে রাখে রত্নটি তার।

করলো না সে পরখ কভু
নিজের হিয়ার শক্তি কেমন;
পারলো না সে খুলতে নিজের
হাত আর পায়ের শক্ত বাঁধন।
বুদ্ধিই যতোই থাকুক না তার
শিকল সম লাগবে যে ভার,
রয় না যদি ওর বুকেতে
বলছে যারে হৃদয়-রতন।

বলছো তুমি মাটির রসে
খুনের দাহে হৃদয় গড়া,
এই দুনিয়ার যাদুর জালে
হৃদয়পাখী পড়ছে ধরা।
কিন্তু জেনো হৃদয় মোদের
রয় যদিও বুকের মাঝে,
তবুও তায় দেয়নি জনম
চারদিকের এই বিপুল ধরা!
চাঁদ সুরুজের এই ধরা তার
মালার মতো ঝুলছে গলে;
পথের বাধা দূর করে সে
তার মিনতির যাদুর বলে।
দাও জানিয়ে ভারত ভূঁয়ে
একথা মোর তরফ থেকে
গোলাম পারে আজাদ হতে
কেবলি তার জাগার ফলে।

আমরা সবাই খোদার খেতি,
সেই তো হলো ফসল তারি;
এই জীবনের বিয়ের কনের
সেই তো শুধু এক সোয়ারি।
ভেদজ্ঞানীরা সবাই হলো
তার পথেরি ধূলির কণা,
হৃদয় সে·যে, বলছো কিসে
বুদ্ধি, তোমার বুদ্ধি ভারী!

হয় তো কভু বেড়ায় খুঁজে
অরূপরূপের উজল ভাতি;
হয় তো কভু ফাঁসির কাঠেই
বলার নেশায় উঠলো মাতি।
হয় তো কভু রাজার মতো
সিপাই ঘোড়া সঙ্গে কতো,
কিন্তু তেমন চলতে গিয়ে
হারায় সে তাই নিজ বেসাতি।

হৃদয় যেথায় বাস করে তা
রং বু ঘেরা এই ধরা নয়;
প্রাসাদ কুঁড়ের নেই অভিশাপ,
উঁচু নীচুর নেই সেথা ভয়,
নেই সেখানে আকাশ মাটি,
চারদিকের এই হাতছানি নেই,
এমনি মহান সেই ধরাটি
কেবল একা এক খোদাময়!
চোখ দু'টি তো ছবিই দেখে,
বুদ্ধি মাপে স্বরূপটি তার;
মাপবে ওরা যেথায় যতো
চারদিকে এই বিপুল ধরার।
হায়রে মাতাল! বলছে হৃদয়,
কোন্ নামেতে ডাকছে কারে–
নিজ স্বভাবে আনছে টেনে
নিজের মাঝে রং বু সবার।

পীরিত কী তা বলছি শুনো,
যাদুয় ভরা এক চাহনি;
চোখের তীরে হয় যে ক্ষত,
মধুর চেয়েও মিষ্টি গনি।

করবে যদি হৃদয় শিকার
দাও ফেলে এই তীর আর ধনু,
কারণ ও যে শিকার হবে
তোমার বাঁকা চোখেই, ধ্বনি!

নয়.

ব্যক্তিত্ব
দেহের ঘরে 'খুদির বাতি,
উজ্জ্বল সে যে খোদার নূরেঃ
ওর ক্ষমতা পৌঁছতে পারে
সকল সীমার সুদূর পুরে।
সকল ছেড়ে যাওয়াই যে তার
সকল পাওয়ার তত্ত্ব-কথা,
সকল পাওয়ার মাঝেও সে তাই,
সকল থেকে থাকছে দূরে!

জাতির আলাপ আলোচনায়
রয় না যদি খুদির কথা,
ওদের মাটি এমনি নিরস,
গজায় না তায় আশার লতা।
খুদির সাথে মিললে আশা
ঝলসে উঠে কৃপাণ সম,
ওর ধারেতে কাটতে পারে
আশার যতো কলুষ তথা।

আছেন খোদা, তাইতে আছে
খুদির অজুদ এই ধরাতে;
জগত যেমন খোদার বিকাশ,
খুদির বিকাশ তেমনি তাতে!
বুঝতে নারি হীরার মতো
চক্‌চকে এই উজল মোতি,
সাগর নাহি থাকলে হেথা
জন্মাতো সে কোন্ ডোবাতে।
হৃদয় যবে দেহের সাথে
বাস করে এক ঘরের মাঝে,
সদাই দেহের ঘুম পাড়ানি
ওর কানেতে মধুর বাজে।
'আমায়' যবে সৃজন করে
তখনি ওর জাগার পালা,

দেহের গোলাম বানায় যবে
আপনাকে সে হারায় লাজে।

মিলন মোদের মিলন সে যে
বিরহেরই মাঝখানেতে;
এই হেঁয়ালির জবাব পাওয়া
যায় শুধু তা এক ধ্যানেতে।
সাগর জলের অতল তলে
উজল মোতি হারায় বলে,
সাগর জল আর মোতির জ্যোতি,
সমান কভু নয় মানেতে।

এক মুঠি এই মাটি তো
এনেছি তাঁর দয়ার থেকে;
ফুটেছে মোর ফুলের কলি
তাঁর মেঘেরই পরশ মেখে।
পেলাম না তো চিনতে আমায়,
তেমনি সেও মোর অজানা,
কিন্তু জানি, সে ঠিক আছে
বুকের মাঝে আমায় রেখে।

দশ.

স্বেচ্ছা ও বাধ্যতা

ঠিক জেনেছি, সম্মুখে তাঁর
কিয়ামতের বিচার মেলায়,
মাপবে তুলে পাল্লাতে এই
কুঁড়েঘর আর সাতমহলায়।
তাই তো ভাবি আসছে কালে
কিয়ামতের এমনি ব্যাপার,
লাগবে না তো আমার ভালো,
নয় তা ভালো তারও বেলায়

রোম শহরে আমার কাছে
বলছিলো এক পাদরী বুড়ো,
বলছি তোমায় একটি কথা
আমার থেকে গ্রহণ করো;
সকল জাতির নিজের হাতে
তৈরী করে নিজের মরণ,
আমরা মরি অধিক খুঁজে,
কপাল পূজে তোমরা মরো।

এগার.

মৃত্যু
শুনতে পেলাম, মৃত্যু না কি
খোদার কাছে বলছে হেনো,
মাটির বুকে এ জীবগুলির
দৃষ্টি এমন এমন উদাস কেনো?
গ্রহণ করে ওদের জীবন
আমার এমন লজ্জা করে,
কিন্তু ওরা মরতে বসেও
একটুকু লাজ পায় না যেনো!

দূর, কী করে বাঁচবে ধরায়
সকল দিকের আমীর সে নয়,
নয় সে তেমন, সকল ধরার
লাগাম ডুরি যার হাতে রয়!
এমন মরণ মরতে বসেও
পায় না সে লাজ, তাই তো বলি,
জীবনের এই মহান ব্রত,
এর সাথে ওর নেই পরিচয়!

বারো.
শয়তানকে বলো

আমার মনে এই কথাটি
দাও জানিয়ে শয়তানেরে,
আর কতোদিন জ্বলতে হবে
আটকে গিয়ে ধাঁধার ফেরে!
এই পৃথিবী আমার কাছে
মোটেই ভালো লাগছে না আর,
এর প্রতিটি ভোরেই সাঁঝের
ঘনায় আঁধার দু'চোখ হেরে!

নাস্তি থেকে এই ধরাকে
পয়দা খোদা করলো যবে,
দেখলো যে ওর হৃদয় শীতল
কাঁপছে না তা আশার রবে।

আমাদের এই প্রাণ ছাড়া আর
কোথায় ছিলো দহনজ্বালা?
তাই তো খোদা সেই আগুনে
পয়দা তোমায় করলো ভবে।

তোমার এই বিরহ
করলো আমায় পাগলপারা,
খুঁজতে গিয়ে তোমার মতি
হলাম আমি আপনহারা।
কেমন করে জানবো বলো
তোমার দশা কেমন তা যে,
বহন করে ফিরছি সদাই
আব্ ও খাকের দেহের ভারা।

খোদা তো তাঁর দরগা থেকে
তোমায় দিলো দূর করে ভাই;
বললো তোমায়, কাফের 'বাগী',
শয়তানিতে ফিরছো সদাই।
আমারো ছাই স্বস্তি কোথায়,
হৃদয় মূলে বিঁধছে কাঁটা,
সেকাল থেকেই নাম নাজানা
ব্যথার বোঝা বয়ে বেড়াই!

হয় তো তুমি বুঝতে পারো
আমার ভালো, মন্দ আমার;
ফললো না তো একটি দানাও
আমার মাটি এমনি অসার।
করলো না তো সেজদা, তবু
জানিনে কোন্ প্রাণের টানো,
বইলে আমার গুণার বোঝা,
নেই যে হিসাব, নেই যে শুমার।

এসো আবার খেলবো দাবা
বাদশাসম চালবো গুটি;
চারদিকের এই বিপুল ধরা
ভেঙে চুরে করবো কুটি।
জ্ঞানের যাদুয় এই ধরাতে
শুকনো নিরস ঘাসের পাতায়,
গড়বো আবার বেহেশতের ঐ
সাতমহলা বিলাসকুঠি!

তেরো.
মাটির শয়তান আগুনের শয়তান
এই জামানার বরবাদি আজ
কারোর কাছে নয় অপ্রকাশ,
কলুষকালো রূপ দেখে ওর
লজ্জাতে মুখ ঢাকছে আকাশ;
দেখার মতো দেখতে যদি,
চাও, তা হলে দেখতে পাবে
কেমনে দুশ' শয়তান এসে
করছে তোমার কাজের নিকাশ!

সব ঘরেতে ডাকাত ওরা
চোখ আর কানের করছে লোপাট;
করছে দিলের রত্ন চুরি
ভেঙে সকল বুকের কপাট!
বেশ কিমতী পাপের বোঝা
এ দুয়ানি দিলেই মিলে,
এমনি করে সস্তা দরের
বণিক ওরা, জমাচ্ছে হাট!

কেমন ধারার শয়তান এ যে
চলছে দেখি উলটো চালে,
করলো তোমার দু'চোখ কানা
জড়িয়ে ওর যাদুর জালে।
আমি তো সেই শয়তানেরে
মুর্দা বলেই ভাবছি মনে,
তোমাদের মতো কাহিল শিকার
জুটলো এসে যার কপালে!

আনলো ভরে পান পিয়ালা
এমনি দারুণ শরাব-বিষে,
বিনাশ করে কেমনে পরাণ,
দেহ যে তার পায় না দিশে
ওদের হাতে যে জাল আছে
হয় তো তুমি দেখছো তারে,
খাবার মাঝেও যে জাল আছে,
ওর কথাটি জানবে কিসে!

নিজের উঁচু আসন ছেড়ে
মানুষ যবে নামলো নীচে,

শক্তি যদি না পায় ফিরে
উপরে উঠা শুধুই মিছে।
মন হয়ে যায় সত্যি উদাস,
পাপ করাতেও রয় না মজা,
মাটির গড়া শয়তানেরা
ঘুরায় যদি তোমার পিছে।

এই জামানার শয়তান, এদের
শিকার তুমি হয়ো না আর
নিছক যারা বেকুফ ভীরু,
ওরাই যে হয় এদের শিকার!
খাঁটি লোকের কাছে যে সব
শয়তানেরই পাত্তা মেলে,
খোদায় যারা দেখলো চোখে,
গরম যাদের ফাঁকির বাজার।

নিখুঁত যারা তাদের পরেই
হানছে ওরা নিঠুর আঘাত;
কারণ ওরা জন্মেছে যেই
আগুন থেকে, আসল সে জাত!
মাটির মানুষ সবাই যে নয়
যোগ্য ওদের শিকার তরে,
বেকুফ ভীরু শক্তিহীনের
উপর ওরা বাড়ায় না হাত।

অল্প যাদের জ্ঞানের পুঁজি,
হয়তো তারা বুঝবে না তা,
তবু আমায় বলতে হবে
দরকারী সে একটি কথা।
নতুন পয়দা শয়তান এরা
পারবে না যে গড়তে কভু,
এমনি পাপী, ভুলেও এরা
খায় নি কখন লাজের মাথা!

সহগামীদের খেদমতে

এসো, আবার সবাই মিলে
কাজ করি এই জাতির তরে,
এই জীবনের জুয়ার বাজি
ধরি আবার সাহস করে।
লও শহরের মসজিদেতে
এমন করে কাঁদবো সবাই,
মুল্লাদের ওই পাষাণ হৃদয়
বিগলে যেনো অশ্রু ঝরে।

এক.
বে-পরওয়া যে বাজের রাজা,
সেই তো ঘুরে সকল আকাশ,
কাঁপায় সকল মীনারচূড়া
ঝড় যেনো ওর পাখার বাতাস।
দূর নীলিমার উদার বুকে,
শিকার করে মনের সুখে,
আগলে সে তো রয় না শুধু
বনের শাখায় নিজের আবাস।

ছড়ায় আমার প্রাণের বীণা
'আল্লাহ্'র ঐ সুরের রতন,
যেমন ধরার ওড়না আকাশ
ঝরায় ধূলি আলোর মতন।
গ্রহণ করো মোর সে বীণা,
তার ভরে যার করুণ সুরে,
হৃদয়জ্বালায় আমার চোখে
ঘনায় যবে আঁসুর পতন।
আঁসুর মতোই ধরার বুকে
গলছি আমি দারুণ জ্বালায়;
গলছি বলেই বাইরে এসে
ঠাঁই নিলাম ওর চোখের কোণায়।
চাও যদি তো দেখবে পারে

ওর চোখেতে আমার স্বরূপ,
কারণ আমি শিশির সম
ঝরিনি ওর ঘাসের পাতায়।

তোমাদের এই যুক্তি ন্যায়ের
অনেকখানি নিসটে কাঁচা;
ওর থেকে যা প্রমাণ হবে,
অনেকটা তার নয় যে সাঁচা।
হয় তো জামীর, নয় তো রোমীর
দু'একটি পদ দেয় খুলে মোর,
সম্মুখে সব দ্বারের আগল,
সফল করে আমার বাঁচা।

এসো, আমার কাছ থেকে নাও
সেই পুরানো শরাব যারে,
ঢাললে মাটির পান-পিয়ালা
প্রাণের দাহে ভরতে পারে।
যদি আমার সোরাই থেকে
দাও পানি এই ফুল বাগিচায়,
লালার শাখা পড়বে নুয়ে
মানুষরূপী ফলের ভারে।

অনেক দিনের এমনি সে এক
পুরান বীণা আমার হাতে,
গুমরে ফিরে রং বেরঙের
করুণ সুরের কান্না যাতে।
কিন্তু যখন বাজাই ওরে,
বাজাই সিংহ নখর দিয়ে,
কারণ, কঠিন পাষাণ শিরা,
তারগুলি ওর তৈরী তাতে।
এই জামানার পারভেজ, এদের
দাও জানিয়ে আমার বচন,
ফরহাদ আমি নই বলে তো
কুড়োল হাতে নিই নি কখন!
কারণ আমার হৃদয় মূলে
বিঁধলো এসে যে বিষকাঁটা,
ওই পারে একশ' পাহাড়
করতো গুঁড়ো ধূলির মতন!

ফকির আমি আমার যে ধন,
তা এই চোখের এক চাহনি,
বন্ধুদের ওই সোনার পাহাড়
ঘাসের পাতার মতোই গনি।
আমার কথা নাও মেনে তো
করবখানার কাকই ভালো,
তেমন কোনো বাজ থেকে, যার
গলায় বাদশা পরায় মণি।

সদাই আমার দিলের দুয়ার
সামনে সবার রাখছি খুলে,
আপনজন আর বন্ধুজনের
কারোর কাছে যাইনি ভুলে।
ঘর বেঁধেছি আমার বুকের
দূর নিরালার একটি কোণে,
থাকতে পেলাম শান্তিতে তাই
বিশাল ভব নদীর কূলে।

এই বাগিচায় নেই যে আমার
জাঁকজমকের চিহ্ন কোথাও,
নেই কপালে জরির পোশাক,
শিরের মুকুট, পাই নি যে তার।
বাগের মালি বলছে তবু
বিগড়ে দিলাম বাগানটাকে,
দোষ বুঝি এই-নার্গিসেরে
কইনু 'তুমি চোখ মেলে চাও'!
হাজার জ্ঞানী এই মফিলে
অনেক কথা বললো, জানি,
ফুল-চামেলীর পাঁপড়ি থেকেও
নরম কথা বললো, মানি।
কিন্তু আমায় বলতে পারো,
দেখলো কী আর বললো বা কী;
দেখলো কাঁটা, ফুলের কথা
কেমন করে বললো জ্ঞানী!

জ্ঞান আর গুণের গালভরা সব
ভেদের কথা জানিনে ভাই;

ভিন্ন সে এক জগত থেকে
নতুন কথা বলে বেড়াই।
এই কাফেলার মাঝখানে মোর
কান্না হাসির সুরের টানে,
আদ্দিকালের বুড়োর হাড়ও
চলার বেগে দোদুল নাচাই।

বলছো কেনো আমার গানে
আমিও এক ভোরের পাখী;
নালিশ আর এই কান্না ছাড়া
আমার বলার আছেই বা কী!
তবু যা পাও আমার কাছে,
তায় ভুলো না, তাইলে পাবে
এই বাগানের কুঞ্জ, যা মোর
নীড়ের ছায়ায় রাখনু ঢাকি!

আমার চোখে লাগছে বিপুল
এই ধরা এক পথের রেখা;
হাজার হাজার পথিক চলে
কেউ কারো নয়, সবাই একা।
তাই তো আমি আপনজনের
গোলকধাঁধায় এমনি ডরাই,
কারণ যারে বলছি আপন,
তার চেয়ে পর যায় নি দেখা।
ধরার বুকে সবহারাদের
নতুন করে বাঁচতে শিখাও;
জীবন পুঁজি কেমন করে
বাড়াবে সে পথ যাঁচতে শিখাও।
আমার গানের সুরের মোহে
বেহুঁশ হয়ে পড়বে ওরা,
ঝিনুক সম মোতির লাগি
আমার ঢেউয়ে নাচতে শিখাও।

বুঝতে পারি এই ধরা মোর
পুরনো সব মণির খনি,
বলবো তবু নিজের নেশায়,
সবার বাড়া দিলের মণি!
যদিও মোর দেহের সীমা

বাড়ছে মাটির স্নেহের রসে,
তবুও তায় আমার ধ্যানের
আকাশ বলে নিইনি গণি।

জানতে পাবে সব কিছু ঠিক,
চিনবে যবে মানুষ-রতন,
ওর পরশে আঁধার দেহে
হৃদয় জ্বলে দীপের মতন।
নালিশ আর এই কান্না থেকে
নিজকে দূরে আগলে রাখে,
ওর মতো ওর ব্যথাও লুকায়
নিজকে করে অনেক যতন।

চোখ মেলে চাও, দেহের মাঝে
প্রাণের অরূপ রতন দেখো;
শিকড়হীন এই শাখার পরে
যুঁই ফুটানোর যতন দেখো।
নয় তো কোন ধনুর ছিলায়
তীরের মতো বসতে পেয়ে,
তীরন্দাজের চোখে তোমার
কোন্ নিশানায় পতন দেখো।
বুদ্ধি যদি নেয় সরিয়ে
ঈমান থেকে নিজকে দূরে,
তাইলে সে তো জ্ঞানজুয়াড়ী,
গুণাগুণী ভবনজুড়ে।
দুইশ রাজী ও গাজ্জালী
করতে কিছুই পারবে না যে
সেই নাদানের চোখ দু'টি যার
নিত্ কুকাজের রাস্তা ঢুঁড়ে।

দামী পোশাক চাকতি রূপার,
লাল আর মোতি কেমন সে ধন;
দেখছো সোনার তক্মাআটা
খুশ্ চেহারার গোলাম কেমন।
খোদাই যদি দুই জাহানের,
ধনের গরব চায় না তবে
বুদ্ধিমানের কোন সে পুঁজি
খোদার লাগি রাখছে গোপন!

বেহুঁশ হয়ে মোর থাকা তো
খুদির তরে জাগার পালা;
তাই তো আমার শরাবখানা
এমনি নিঝুম রয় নিরালা।
শরাব, আমার বগল তলে
হয় তো দেখো রং ঘোলাটে,
কারণ এ যে অনেক দিনের
পুরানো সব সোরাই-ঢালা!

খিরকা আর এই পাগড়ি দু'টি
হয় তো তোমার কাজে কাজী;
বুঝতে পারি আমার তরে
প্রিয়া এ সব ছাড়াই রাজী!
কারণ আমার ধন বলে তো
আছে এ এক বাঁশের বাঁশী,
চাইনি আমি তখতে তাউস,
বেদীর পরেও হইনি গাজী!
দেখনু যবে আয়নাতে মোর
নিজের খাঁটি স্বরূপ খানি;
বুকের গহীন নির্জনেতে
নিজকে আমি নিলাম টানি।
এই খানের এই আন্ধা নিরাশ
হট্টগোলের অনেক দূরে-
টানছি একা আপন মনে
মোর পুরানো ব্যথার ঘানি!

তল্পি বেঁধে চলছি যবে
ত্যাগ করে এই ধরার মাটি,
বলছে সবাই, চললে বুঝি
মোদেও মায়ার বাঁধন কাটি'!
কিন্তু কেহো জানলো না তো
যখন ছিলো এই মুসাফির,
বললো কী সে, বললো কারে,
আগলে ছিলো কোন্ সে ভাঁটি।

দুই.
হৃদয় যদি হয় জ্ঞানী আর

চক্ষে থাকে দৃষ্টি উদার,
তাইলে কড়ার ফকির হয়েও
পারবে হতে বাদশা ধরার।
মূর্খ বেদীন ধনীর দেহে
চাপায় যতো জরির পোশাক,
সবাই গাধার রেশমী বোঝা,
ওর তরে তা নয় যে শোভার।

তিন.
তোর মতো এই মানুষরূপী
বাদশাহদেরে সেজদা করে,
হায় বেখবর অপমান আর
করিসনে তুই খোদার ঘরে।
ফিরিংগীদের সামনে নিজের
আরজি পেশ আর করিস নে তুই,
এই পুতুল আর রাখিসনে তুই
নিজের দিলের তাকের পরে।

শুনেছিলাম একটি কথা,
বলছিলো এক প্রবীণ জ্ঞানী,
অনেক কালের উদারমনা,
অনেক গুণে বিরাট মানী।
কড়ার ফকির হয়েও যদি
রাখতে পারো নিজকে ঢেকে,
তাইলে দেবে দুই ধরারে
পথের দিশা তোমার বাণী!

এই জগতের ভেদের কথা
লুকানো এই দুই হরফে,
মিম্বরেতে হয় না তো প্রেম
প্রেম জমে ঠিক নিজ তরফে।
নমরূদেরা যতোই শাসায়
ইবরাহিমের বয় কি তাতে,
লাকড়ি যদি হয় কাঁচা তো
আগুন জমে যায় বরফে!

নিজের ব্যথা পর কি বুঝে,
বৃথাই তুমি খুঁজছো লালা,

আমার মতো নিজেই তুমি
নাও নিজেরে দেখার পালা।
আসবে যতোই বায়ুর লহর
খুলবে তোমার বুকের দুয়ার,
আগলে রেখো তোমার বুকের
সেই পুরানো হৃদয়জ্বালা।

স্মরণ আছে বলছিলো এক
প্রবীণ জ্ঞানী এই দু'কথা,
বাঁচতে হলে নিজের প্রাণে
আঁকড়ে ধরো, নয় অন্যথা।
প্রাণ দিলো যে পরকে বাঁধা,
বইছে শুধু দেহের বোঝা;
দেখতে পেলে তেমন লোকে
থেকো না এক পলক তথা।

বলছে মাতাল ঢেউয়ের সারি
উছলে পড়ে সাগর বেলায়,
ফের যদি পাই ফেরআউনে
মাততে পারি মরণ খেলায়।
তাই কখনো সাপের মতো
নিজকে প্যাঁচাই নিজের দেহে,
নাচতে গিয়ে দেখছি কভু
আসলো কি আমার মেলায়!

তোমার এ জাঁকজমক যদি
ফিরিঙ্গীদের কৃপার ফলে
তাইলে ওদের দোরেই সদা
কপাল ঠুঁকে নয়ন জলে।
পুচ্ছটিও দাও ওদেরে
কারণ গাধার সবটুকু যে
সেই মালিকের যে ওর পিঠে
চাপায় বোঝা; কথায় বলে।

ফিরিঙ্গীদের বাদশাপনায়
নেই যে কোথাও দিলের নিশান,
ধন যা ওদের বাদশাহিতেই
দীনের বেলায় নিসটে নাদান।

খোদার কসম দেখছে সবাই
ওদের ঘরের চারদিকেতে
নেচে বেড়ায় শয়তানেরা
জিবরাইলের নেই সেথা স্থান!

চার.
সে তুমি আর আমি সবাই
দীন আর দিলের কথায় নিরাশ;
ছিন্ন বাসি ফুলের মতো
একটুকু আর নেই যে সুবাস।
দিল মরেছে তাই তো মোদের
দীনের মরণ ঘটলো শেষে,
এক মরণের বদলা এলো
দুই মরণের এ সর্বনাশ।

মুসলমান যে বুঝতে পারে
দীনের আসল তত্ত্বকথা,
আল্লাহ ছাড়া আর যতো দোর,
ঘষড়ে না তার কপাল তথা।
আকাশ যদি থমকে থাকে,
ওর কাজেতে দেয় না সাড়া;
জমিন কে সে নিজের কাজে
ঘুরায় আকাশ ঘুরছে যথা।

বে-পরওয়া দিল রয় না কভু
এই দুনিয়ার ধূলায় ঢাকা,
রাত্রিদিন ওর হয় না তেমন,
আকাশ যেমন ঘুরায় চাকা।
নিজেই তুমি নাও জেনে ঠিক
কখন তোমায় উঠতে হবে,
মাতলামিতে যাদের নামাজ,
তাদের কভু হয় না ডাকা।

নিজের খাঁটি ঈমান ছাড়া
নেই যে কোথাও আশার ভাঁটি;
আর সে ঈমান জিবরাইলের
নিকট থেকেই পাচ্ছো খাঁটি।
তাই তো বলি নিজের বুকে

ঈমান যদি পোক্ত থাকে,
বাড়াও কদম, সামনে তোমার
থাকবে না কেউ আগলে ঘাটি।

সত্যিকারের মুসলমানেই
জানতে পারে, বুঝতে পারে;
বুঝতে পারে তার লাগি তো
গড়লো খোদা এই ধরারে।
খোদার স্বরূপ ভাবতে গিয়ে
কল্পনা তার হারায়ে যে খেই,
তাই সে বলে, 'বুঝতে গিয়ে
খোদায় আমার বুদ্ধি হারে'

ফিরিঙ্গীদের সব প্রিয়া হাতে
এমনি দিলে নিজেকে তুলে,
হায়রে ভীরু, বাহুর ফাঁসে
মরলে ওদের গলায় ঝুলে।
বুদ্ধি যে তোর দিলকে এড়ায়,
নাই বুকেতে একটা জ্বালা,
বাপদাদাদের মদের হাড়ির
এক চুমুকও খাসনি ভুলে!

সবাই কি আর নিজকে গড়ে
ভাঙ্গে আবার নিজের হাতে,
সবাই কি আর হাসতে থাকে,
ব্যথায় আসে কান্না যাতে!
লা ইলাহা'র খিরকা সে তো
দিলের খুনে টুকটুকে লাল,
তাই তো এটি মানায় না ঠিক
এমনি বেকুফ ভীরুর গা'তে।

মোমেন নিজের প্রাণের জ্বালায়
জ্বলতে থাকে শিখার মতো,
তাইতে পারে খুলতে দেদার
বন্ধ দিলের দুয়ার যতো।
ওর চলনে খোদার মহান
জাঁকজমকের চিহ্ন বহে,
ওর বিনয়ে তেমনি দেখায়

বান্দা হওয়ার যোগ্যতা কতো!

জিগাও কোনো আশেকদের এই
মাতালপনার নামাজ কি তা,
ওদের, 'রুকু, যেমনি, তেমন
'সেজদা' ওদের প্রাণের মিতা।
একটি বারের 'আল্লাহ' রবে
উঠছে জ্বলে যেমন জ্বালা,
তেমন জ্বালা পাঞ্জেগানার
নাগাজগুলায় খোঁজাই বৃথা!

ওদের 'কেরাত' দেয় যে দোলা
দুই ধরাতে সবার প্রাণে;
ওদের 'রাকাত' এই ধরাতে
দানছে জীবন মুসলমানে।
হৃদয়হীন এই যুগের শিকার
নাদান সবে জানবে কিসে,
ওদের 'একামতে'র ডাকে
এই ধরাতে প্রলয় আনে।

পাঁচ.

ফিরিঙ্গীরা ভালোই জানে
ভাত-কাপড়ের উপায় করা,
এরই টানে সবাই ওদের
শিকার জালে পড়লো ধরা।
এমন করে শয়তানেরে
যোগায় রুজি, তাই না দেখে,
খোদ্ খোদা তাঁর আসন পরে
রইলো পড়ে জ্যান্ত মরা।

কথা মেপে কি হবে আর
তাই তো একটি শব্দ বলে
করছি গোপন ফাঁস
সঁপে দিয়েছি নিজের জাহানকে
বেনিয়া ইংরেজদের হাতে
ঘরের মর্যাদা কি জানবে
যার নেই ঘর ভবে।

একটি জান্নাত হরমবাসীর জন্য
একটি জান্নাত মুজাহিদদের জন্য
ভারতীয়দের বলো, তুমিও খুশী হও
একটি জান্নাত ফী স্বাবীলিল্লাহ আছে
তোমার জন্য

ছয়.

কলন্দর তো ধারে না ধার
লম্বা বক্তৃতার
এক কথাতেই কেল্লাফতে
এই তো তাঁহার কাজ
এমন বিরান ক্ষেতের
থেকে তুমি কিই বা আশা করো
যে ভূমিকে করোনি সিক্ত
হোসাইনের দিয়ে রক্ত

আল্লামা ইকবাল সংসদ–এর অনন্য ক'টি প্রকাশনা

১. শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া : আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল, গোলাম মোস্তফা, সৈয়দ আবদুল মান্নান ও এ. জে. আরবেরী অনূদিত
২. ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন : আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল অনুবাদ কমিটি অনূদিত
৩. যর্‌বে কলীম : আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত
৪. আসরারে খুদী : সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত
৫. রমূয-ই-বেখুদী : আ. ফ. ম. আবদুল হক ফরিদী অনূদিত
৬. হেজাজের সওগাত : গোলাম সামদানী কোরায়শী অনূদিত
৭. ইকবাল দেশে-বিদেশে : মীজানুর রহমান সম্পাদিত
৮. ইকবাল মানস : সম্পাদনা কমিটি সম্পাদিত
৯. বিশ্ব সভ্যতায় আল্লামা ইকবালের অবদান : দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
১০. ইকবাল মননে অন্বেষণে : ফাহমিদ-উর-রহমান
১১. মহাকবি ইকবাল : ড. আবু সাঈদ নূরুদ্দীন
১২. ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা : আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
১৩-১৭. আল্লামা ইকবাল ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খন্ড : আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
১৮. শাহীন : আবদুল ওয়াহিদ সম্পাদিত
১৯. থ্রি ফোল্ডার : গ্রন্থনা : আবদুল ওয়াহিদ
২০-৭১. আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা ১-৫২ ইস্যু : সম্পাদক : আবদুল ওয়াহিদ
৭২. ইকবালের কবিতা (অডিও ক্যাসেট) ☐ আবৃত্তি : শাহাবুদ্দীন আহমদ, এনামুল হক, কাজী ডেইজী, সাইফুল্লা মানসুর ও বায়েজীদ মাহমুদ

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library 30618 LAHORE

00030618

ISBN 984-8488-09-X